ল্যাবএইড

এনএবিএইচ স্বীকৃত দেশের একমাত্র হাসপাতাল

সুখেঅসুখে

স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রকাশনা

ত্রয়োদশ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সংখ্যা ৪০

জ্বর নিয়ে যাবতীয়

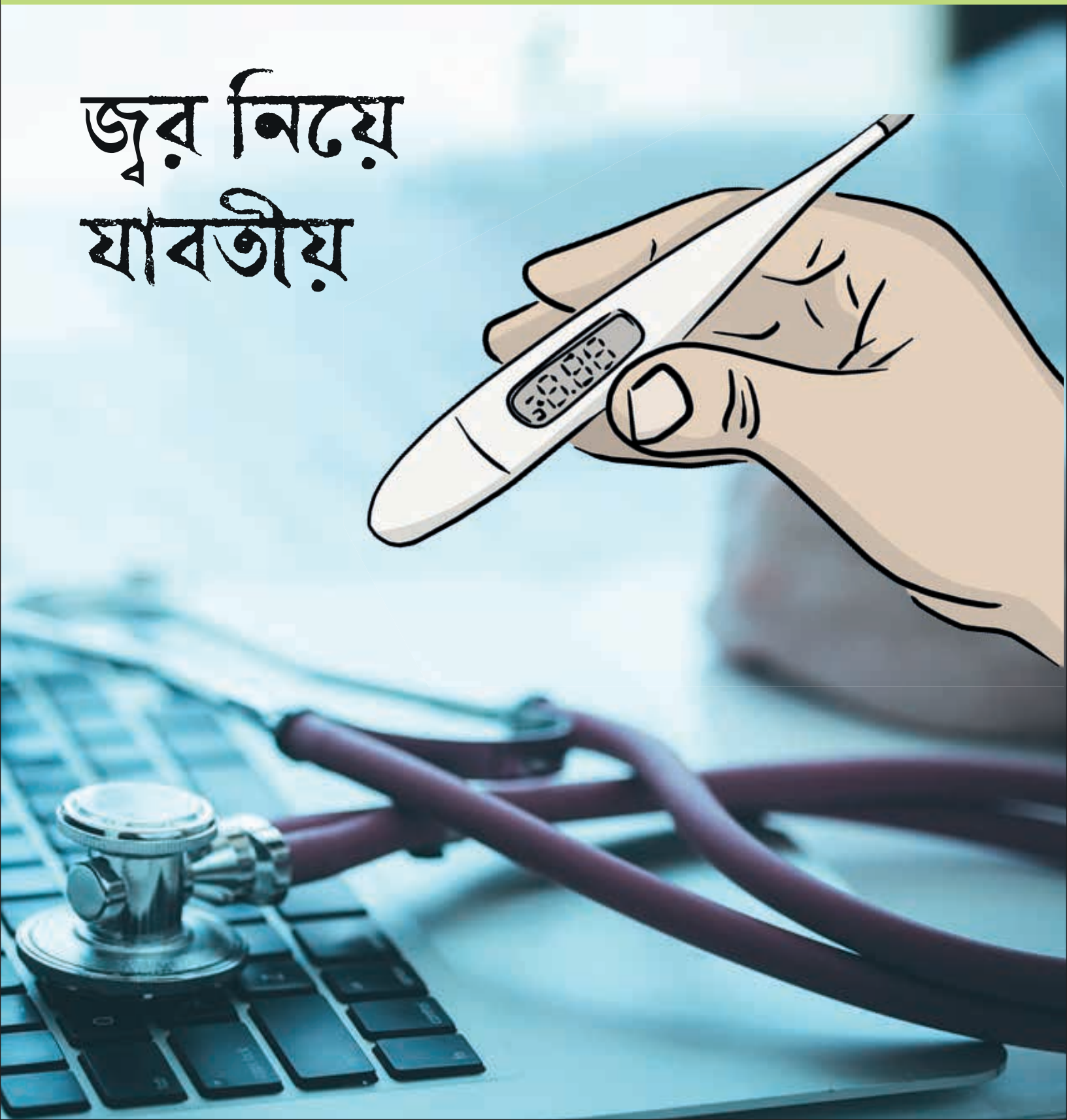

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
017 6666 1460

LABAiD Diagnostics
...Home of Trust

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে

ল্যাবএইড এখন ভোলায়

ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস

ডায়াগনস্টিক সেবাসমূহ:

- প্যাথলজি
- ডিজিটাল এক্স-রে
- সিটি-স্ক্যান (Upcoming)
- এমআরআই (Upcoming)
- 4D আলট্রাসনোগ্রাম
- ইসিজি
- ইকো-কার্ডিওগ্রাম
- কালার ডপলার
- ইটিটি
- ওপিজি
- ভিডিও এন্ডোসকপি
- ভিডিও কলোনসকপি
- ভিডিও ব্রনক্সকপি
- ভিডিও Laryngoscopy
- Pap's Smear
- সকল প্রকার হরমোন টেস্ট
- Torch প্যানেল
- হিস্টো ও সাইটোপ্যাথলজি
- বায়োকেমিস্ট্রি
- ইমিউনোলজি
- সেরোলজি
- হেমাটোলজি

কনসালটেশন সেবাসমূহ:

- মেডিসিন
- হৃদরোগ
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
- অ্যাজমা
- নিউরো মেডিসিন
- নাক, কান ও গলা রোগ
- নবজাতক ও শিশু রোগ
- বাত, ব্যথা ও প্যারালাইসিস
- ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ
- গাইনি এন্ড অবস্
- লিভার রোগ
- কিডনি রোগ
- অর্থোপেডিক
- মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি
- চর্ম ও যৌন রোগ
- ক্যান্সার
- ইউরোলজি
- জেনারেল সার্জারি

ডায়াগনস্টিকস > কনসালটেশন > মেডিকেল চেক-আপ > কর্পোরেট চেক-আপ > ডায়াবেটিক চেক-আপ
ল্যাবএইড হাসপাতাল তথ্য কেন্দ্র

বাড়ি ৪৩৬, সদর রোড, ভোলা -৮৩০০
ফোন: ০১৭ ৬৬৬৬ ১৪৬০

সুখে অসুখে
ল্যাবএইড

সম্পাদক
ডা. এ এম শামীম

সুখে অসুখে

শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেড়ে গেলে আমরা তাকে জ্বর বলি। জ্বর নিজে কোনো রোগ নয়। অন্য অনেক জটিল রোগের পূর্বাভাস হিসেবে জ্বর হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভেতরের কোনো রোগের সতর্কবার্তা হলো এই জ্বর। কিন্তু আমরা ঠিক কতটা সতর্ক হই!

বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার মধ্যে জ্বরে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকি আমরা। কিন্তু আমাদের অধিকাংশেরই এই নিয়ে কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। জ্বরের ধরন, কারণ, লক্ষণ ও উপসর্গ ভেদে এর চিকিৎসাও হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট। অথচ যেকোনো ধরনের জ্বর হলেই নিজের মতো পাশের ওষুধের দোকান থেকে প্যারাসিটামল কিনে খেয়ে জ্বর সারানোর প্রবণতা রয়েছে আমাদের। তাতে হয়তো সাময়িকভাবে জ্বর সারে, কিন্তু ঠিক কী কারণে জ্বর হয়েছিল তা জানা যায় না। ফলে সেই নির্দিষ্ট রোগটির যথাযথ চিকিৎসাও করা হয় না। একসময় সেই রোগটিই হয়তো ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

সাধারণত বছরজুড়ে পরিবারে জ্বরজারি লেগেই থাকে। ফলে জ্বরের বিভিন্ন ধরন, জ্বরের সময় যত্নআত্তি, খাওয়া-দাওয়া—প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে সবারই পরিষ্কার ধারণা রাখা দরকার। *'সুখে অসুখে'*র বর্তমান সংখ্যাটি জ্বরের যাবতীয় বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি সংখ্যাটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে ভূমিকা রাখবে।

এ. এম. শামীম

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ **ফোন :** ৫৮৬১০৭৯৩-৮, **ফ্যাক্স :** ৮৮-০২-৯৬১৫৪৯৭
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, **ওয়েব :** www. shukheoshukhe.com

Rexiet

Rabeprazole Sodium BP

10 mg | 20 mg
Vegetable Capsule

Fast Acting Long Lasting

1. Fastest acting PPI activates within 5 minutes
2. Only PPI capable to increase gastric mucus & mucin production
3. HPMC vegetable capsule ensures 100% natural & non toxic capsule from plant source. Therefore, preferable regardless of religious & health concern

Labaid Pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on
facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level 2), House: 23, Gulshan 1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 9899910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

সূচিপত্র

ত্রয়োদশ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সংখ্যা ৪০

- টাইফয়েড নাকি প্যারাটাইফয়েড? ০৬
- ভাইরাল ফিভারের রকমফের ০৮
- চিকুনগুনিয়ার উপসর্গ : প্রতিকারে করণীয় ১১
- এ সময়ে শিশুর জ্বর : নিউমোনিয়া নয় তো? ১৪
- ইন্টারমিটেন্ট ফিভার : স্বল্পস্থায়ী বিরামহীন জ্বর ১৭
- কন্টিনিউড ফিভার : ঝুঁকি কতটা ২০
- জ্বর কি কোনো রোগ? জ্বরে যে সব পরীক্ষা জরুরি ২৩
- ডেঙ্গু জ্বরে আতঙ্ক নয়, যা করবেন ২৬
- ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি এড়াবেন কীভাবে ২৮
- বাতজ্বরে স্বাস্থ্যঝুঁকি ৩১
- রেমিটেন্ট ফিভার : জ্বরের দ্রুত ওঠানামা ৩৩
- শিশুর জ্বরের সময় যত্ন-আত্তি ৩৬
- উচ্চতর মাত্রার জ্বর হাইপার-পাইরেক্সিয়া ৩৮
- জ্বরের সময় খাওয়া-দাওয়া ৪১

সুখে ও সুখে

টাইফয়েড
নাকি প্যারাটাইফয়েড?

অধ্যাপক ডা. এফ. এম. সিদ্দিকী

শফিক হাসান একজন বেসরকারি চাকুরিজীবী। অফিস থেকে বাসার দূরত্ব বেশি হওয়ায় প্রায়ই সকালের নাস্তা হোটেল থেকে অফিসে আনিয়ে সারেন। দুপুরের খাবারেও করেন বেশ অবহেলা। অধিকাংশ সময়ই অফিসের কাছের একটি হোটেলে দুপুরের খাবার খান। হোটেলের পরিবেশ খুব স্বাস্থ্যকর না হলেও সময় ও খরচ বাঁচাতে সেখানেই নিয়মিত খান তিনি। কয়েকদিন যাবৎ জ্বরে ভুগছেন। শুরুর দিকে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলেও ইদানীং দেখা দিয়েছে ডায়রিয়া। সারাক্ষণ বমিভাব ও দুর্বলতা বোধ করায় কাজেও ঠিকমতো মন বসাতে পারছেন না। চিকিৎসকের পরামর্শমতো রক্তের নমুনা পরীক্ষা করিয়ে জানতে পারেন প্যারাটাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েডের পার্থক্য

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড দুটো রোগই পানির মাধ্যমে ছড়ায়। টাইফয়েডের জন্য স্যালমোনেলা টাইফি ও প্যারাটাইফয়েডের জন্য প্যারাটাইফি নামের ব্যাকটেরিয়া দায়ী। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ও দূষিত পানি পানের মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। দেখা দেয় জ্বর, মাথাব্যথা, ডায়রিয়া ও অন্যান্য উপসর্গ।

জনস্বাস্থ্য সাময়িকী ল্যানসেট-এর একটি সাম্প্রতিক গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়—বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালের মধ্যে বাংলাদেশে টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েডের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

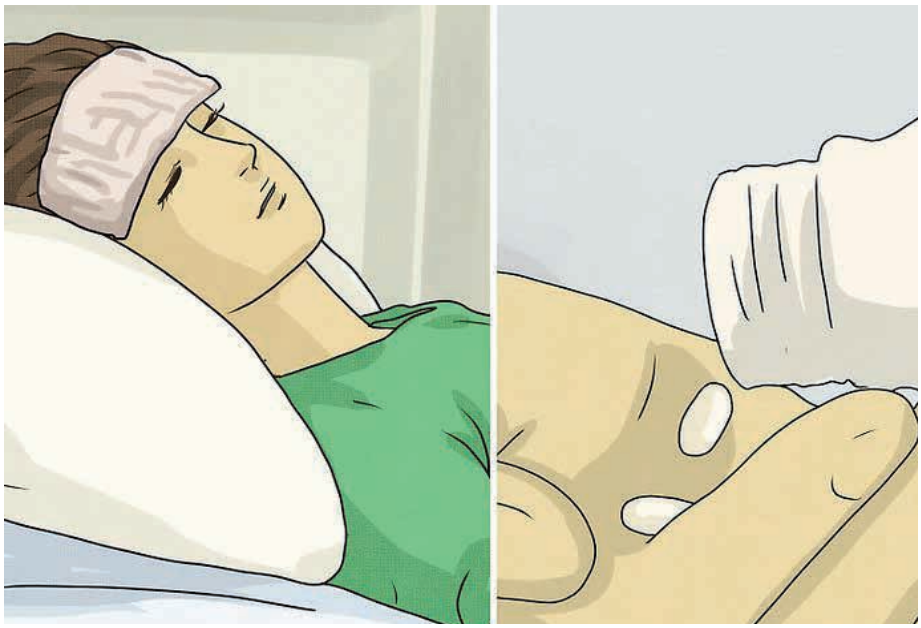

প্যারাটাইফয়েড ও টাইফয়েডের উপসর্গগত মিল থাকলেও প্যারা-টাইফয়েডের স্থায়িত্ব ও জটিলতা টাইফয়েডের তুলনায় কম। টাইফয়েড জটিল আকার ধারণ করলে অনেকসময় খাদ্যনালির ভেতরে রক্তক্ষরণ ও খাদ্যনালি ছিদ্র হয়ে যাওয়ার মতো গুরুতর অবস্থা তৈরি হতে পারে। তবে প্যারাটাইফয়েডে এ ধরনের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

উপসর্গ

টাইফয়েডে প্রথম দিকে হালকা জ্বর, বমি ভাব, অরুচি ও পেটব্যথা থাকে। ধীরে ধীরে জ্বর বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা সহজে কমে না। প্রথম দিকে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলেও পরে পাতলা পায়খানা হতে পারে। সপ্তাহ শেষে অতিরিক্ত ক্লান্তি, কাশি, পেট ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে—

- মাথাব্যথা
- ডায়রিয়া
- ক্ষুধামান্দ্য
- পেট ও পিঠে ফুসকুড়ি
- কথাবার্তায় অসংগতি

টাইফয়েডের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলেই টাইফয়েড হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ভালো থাকলে অনেক সময় জীবাণু দেহে সংক্রমণ করতে পারে না।

চিকিৎসা

টাইফয়েডের উপসর্গ প্রকাশের পরপরই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। টাইফয়েড নাকি প্যারাটাইফয়েড তা নিশ্চিত হতে প্রথমেই রক্তের কালচার পরীক্ষা করাতে হবে। শরীরে এই রোগের জীবাণু পাওয়া গেলে ১০ থেকে ১৪ দিনের অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক সেবন শুরু করার পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এ সময় চিকিৎসক যতদিন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের পরামর্শ দেবেন ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে। অনেকসময় দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে বা ওষুধ খাওয়ার পরেও জ্বর না কমলে টাইফয়েড জটিল আকার ধারণ করতে পারে। টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েডে আক্রান্ত হলে জ্বর ও ডায়রিয়ার কারণে শরীরে পানিস্বল্পতা দেখা দেয়।

এ সময় শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগাতে রোগীকে প্রচুর তরল ও ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। জ্বর বেশি থাকলে শরীর বারবার মুছে দিতে হবে।

সচেতনতা ও প্রতিরোধ

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েডের জীবাণু আক্রান্ত ব্যক্তির মল ও অপরিষ্কার হাতের মাধ্যমে পরিবেশে ছড়ায়। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বিশুদ্ধ পানি পান, পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মাধ্যমে এটি এড়িয়ে চলা যায়।

- অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- প্রচুর পানি পান করুন ও তরল খাবার খান।

- শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার আগে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন।
- বাসি খাবার খাবেন না। বাড়িতে রান্না করা খাবার ঢেকে রাখুন। ভালোভাবে সেদ্ধ করা খাবার খান।
- বাইরের খোলা খাবার, শরবত, লাচ্ছি বা পানি পানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।
- মলত্যাগের পর ও খাবার খাওয়ার আগে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করে নিন।
- শিশুর মলমূত্র ও পোশাক পরিষ্কার রাখুন।

অধ্যাপক ডা. এফ. এম. সিদ্দিকী
এএমবিবিএস, এফসিপিএস,এফএসিপি
(ইউএসএ), এফআরসিপি
মেডিসিন ও বক্ষব্যধি বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ
ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল

জ্বর-ঠোসা

জ্বর হলে ঠোঁটের কোণে যে ছোট্ট ফুসকুড়ি ওঠে তাকেই বলে জ্বর-ঠোসা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়—ফিভার ব্লিস্টার। জ্বর-ঠোসা নিরাময়ে অধিক ঝাল, মসলাযুক্ত ও গরম খাবার এড়িয়ে চলুন। আক্রান্ত স্থানে বরফ লাগাতে পারেন। অ্যান্টিভাইরাল ক্রিম ব্যবহার করে দেখতে পারেন। দাঁত মাজার টুথব্রাশ পাল্টে নিন। বারবার আক্রান্ত স্থানে হাত দেবেন না। আপেল সিডার ভিনেগারে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে জ্বর-ঠোসার ওপরে লাগিয়ে রাখুন। উপকার পাবেন।

টাইফয়েডের চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মাত্রা ও মেয়াদ ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন না।

ভাইরাল ফিভারের রকমফের

অধ্যাপক ডা. সমীরণ কুমার সাহা

পরিবেশগত কারণে এখন আবহাওয়ার দ্রুত তারতম্য ঘটছে। কখনো প্রচণ্ড ঠান্ডা আবার কখনো হুট করে গরম। এর সঙ্গে ধুলোবালির উপদ্রব তো আছেই। এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকসময়ই শরীর তাল মেলাতে পারে না। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে মানুষ। সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয় ভাইরাল জ্বরে। ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা, চিকনগুনিয়া কিংবা কোভিড-১৯-এর মতো ভাইরাসঘটিত জ্বর কখনো কখনো ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

দায়ী ভাইরাসসমূহ

ভাইরাল ফিভারের জন্য সাধারণত যে ভাইরাসগুলো দায়ী তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

- ডেঙ্গু ভাইরাস
- চিকুনগুনিয়া ভাইরাস
- ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, বি, সি, ডি
- কোভিড-১৯ ভাইরাস
- রোটাভাইরাস
- নরোভাইরাস
- অ্যাডেনোভাইরাস

ভাইরাল ফিভারের লক্ষণ

সব ভাইরাসঘটিত জ্বরের লক্ষণ প্রায় কাছাকাছি হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রকমফের দেখা যায়। যেমন—সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার বেলায় জ্বরের মাত্রা কম থাকে। কিন্তু ডেঙ্গু হলে জ্বরের মাত্রা হয় তীব্র। কোভিড-১৯-এর বেলায় জ্বরের মাত্রা অল্প হয়। কিন্তু তীব্র গলাব্যথা ও গা ব্যথা হয়ে থাকে। ভাইরাল জ্বরে মোটামুটি ৯৯° থেকে ১০৩° ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠানামা করে থাকে। এটি নির্ভর করে মূলত রোগী কোন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন তার ওপর।

সাধারণ লক্ষণসমূহ—

- দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং শীত অনুভূত হওয়া।
- ক্লান্ত ও দুর্বল লাগা।
- পানিস্বল্পতা।
- ত্বকে র‍্যাশ ওঠা।
- পেশি ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
- গলাব্যথা।
- নাক দিয়ে পানি পড়া।
- চোখ লাল হয়ে যাওয়া।
- মাথাব্যথা।
- বমিভাব।
- ঘাম হওয়া।
- খাবারে অনীহা।

ভাইরাল ফিভারের কারণ

ভাইরাস হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র সংক্রামক পরজীবী। সংক্রমণের পর এরা দেহকোষে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে। বিভিন্ন মাধ্যমে এসব ভাইরাস শরীরে সংক্রমণ ঘটায়। যেমন—

নিশ্বাস : আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচি-কাশি দিলে বা কথা বললে তার মুখ থেকে নিঃসৃত ড্রপলেট (তরল কণা) বাতাসে মিশে যায়। ভেসে বেড়ানো ভাইরাস—পরিবাহী এই ড্রপলেট শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কারো দেহে প্রবেশ করলে জ্বর হতে পারে।

খাবার-দাবার : দূষিত খাবার খেলে বা পানীয় পান করলে ভাইরাস সংক্রমণ করতে পারে। যেমন—নরোভাইরাস পাকস্থলিতে আক্রমণ করে।

পোকা-মাকড়ের কামড় : মশা, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ বা অন্যান্য প্রাণীও ভাইরাস বহন করে। এরা কামড়ালে মানুষের শরীরেও ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে থাকে। যেমন—স্ত্রী এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গুজ্বর হয়।

ভাইরাস জ্বরের স্থায়িত্ব সাধারণত ৩—৫ দিন।

শরীরের তরল জীবাণু : আক্রান্ত কারো দেহ থেকে রক্ত বা প্লাটিলেট নিলে বা সংক্রমিত সুঁই ব্যবহার করলে রক্তগ্রহীতা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় হেপাটাইটিস বি বা এইডস রোগ ছড়ায়।

ভাইরাল ফিভারের নানা ধরন

শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণজনিত : শ্বাসযন্ত্রে ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে ফ্লু, সাধারণ ঠান্ডা, শ্বাসনালির প্রদাহ—প্রভৃতি সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। যেমন—কোভিড-১৯ ভাইরাস শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে।

অন্ত্রপ্রদাহজনিত : কিছু ভাইরাসের সংক্রমণ হজমপ্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি করে। যেমন—রোটাভাইরাস, নরোভাইরাস বা অ্যাডেনোভাইরাসের সংক্রমণ।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন।

ত্বকে সংক্রমণজনিত : হাম, চিকেনপক্সের মতো সমস্যায় ভাইরাস ত্বকে সংক্রমণ করে।

রক্তক্ষরণজনিত : হ্যামোরেজিক ভাইরাসের আক্রমণে রক্তের পাল্টিলেট ভেঙে যায় এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়। এর ফলে প্রচণ্ড জ্বর হয়। রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। যেমন—ডেঙ্গু, পীতজ্বর (ইয়েলো ফিভার)।

স্নায়ুতন্ত্রে সংক্রমণজনিত : এ ক্ষেত্রে এইচআইভি, এনসেফালাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ) বা মেনিনজাইটিসের মতো সমস্যা হয়।

ভাইরাল ফিভারে কী করবেন

- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।
- খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিক রাখবেন। পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাবার খাবেন।
- শরীরের তাপমাত্রা কমাতে একটু পর পর মাথায় পানি ঢালুন বা মাথা ধুয়ে দিন।
- বাইরের খাবার পরিহার করুন এবং প্রচুর ফলমূল খান।
- পানিস্বল্পতা এড়াতে প্রচুর পানি বা ফলের রস পান করুন।
- রং চা, আদা চা, তুলসীপাতার চা পান করতে পারেন।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

জ্বর সাধারণ অবস্থায় থাকলে উপর্যুক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করুন। তবে কখনো কখনো জ্বরের তীব্রতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। তখন রোগীকে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে। নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পেলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

- জ্বরের মাত্রা ১০৩° ফারেনহাইট বা তার বেশি হলে।
- জ্বরের সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা হলে।
- বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হলে।
- তলপেটে ব্যথা হলে।
- বারবার বমি হতে থাকলে।
- ত্বকে র‍্যাশ উঠলে এবং দ্রুত তা বাড়তে থাকলে।
- কোন ধরনের জ্বর বা অসুস্থতা তা বুঝে উঠতে না পারলে।

সাধারণ সতর্কতা

ভাইরাল ফিভার থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি।

- নিয়মিত বিরতিতে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন।
- ঘরের বাইরে থাকাকালীন হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।
- অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন।
- অধিক ঠান্ডা বা অধিক গরম পরিবেশ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।
- নাকে-মুখে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- অন্যের ব্যবহৃত জিনিস (পানির বোতল, চায়ের কাপ) ব্যবহার করবেন না।

অধ্যাপক ডা. সমীরণ কুমার সাহা
এমবিবিএস, পিএইচডি (মেডিসিন)
এফএসিপি, এফআরসিপি (এডিন)
অনারারি প্রফেসর, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট, মেডিসিন বিভাগ
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

বিগত বছরগুলোতে ভাইরাস জ্বরগুলোর মধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি ছিল।

HOTLINE 10606

ল্যাবএইড ইমার্জেন্সি ও অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

শুধুমাত্র সময়মত সঠিক চিকিৎসাই শতকরা ৯৫ ভাগ মারাত্মক অসুস্থ রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই হঠাৎ অসুস্থতায় বা দূর্ঘটনায় ঝুঁকি না নিয়ে রোগীকে সরাসরি নিয়ে আসুন আমাদের হাসপাতালে অথবা ফোন করুন অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। আমাদের ভ্রাম্যমান আইসিইউ ও সিসিইউ সম্বলিত অ্যাম্বুলেন্স রোগীর কাছে পৌঁছানো মানে তখন থেকেই রোগীর পরিপূর্ণ চিকিৎসা শুরু। ল্যাবএইড জরুরি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দক্ষ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সব ধরণের জরুরি চিকিৎসাসেবা দিতে প্রস্তুত ২৪ ঘন্টা।

২৪ ঘন্টা
জরুরি চিকিৎসা বিভাগ

....ভ্রাম্যমান হাসপাতাল যখন আপনার দরজায়

যেসব কারণে জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন:

- বুকে ব্যথা / শ্বাসকষ্ট / স্ট্রোক
- মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া / অজ্ঞান হয়ে যাওয়া / খিচুনি হওয়া
- যে কোনো এক্সিডেন্ট যেমন, হেড ইনজুরি, হাড় ভাঙ্গা ইত্যাদি
- পুড়ে যাওয়া
- প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া
- জরুরি ডেলিভারি
- অ্যাজমা রোগীদের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া
- চোখে, কানে, নাকে, গলায় কিছু আটকে গেলে
- কিডনি রোগীর ২৪ ঘন্টা ডায়ালাইসিস
- শিশুদের জরুরি চিকিৎসা

২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি সার্ভিস : ০১৭ ১৩৩৩ ৩৩৩৭
২৪ ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস : ০১৭ ৬৬৬৬ ২৯৯১

LABAID

ল্যাবএইড হাসপাতাল

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, ফোন : ৯৬৭৬৩৫৬, ৫৮৬১০৭৯৩-৮
ওয়েব : www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com

চিকুনগুনিয়ার উপসর্গ প্রতিকারে করণীয়

অধ্যাপক ডা. শংকর নারায়ণ দাস

রাহিমা সুলতানা একজন গৃহিণী, বয়স ৪৫ বছর। সারাদিনের কাজ শেষে বিকেলে ছাদবাগানের পরিচর্যা করেন। গত তিনদিন যাবৎ জ্বরে ভুগছেন। একইসঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা ও হাড়ের জোড়ায় ব্যথা। প্রথমে আর্থ্রাইটিসের ব্যথা থেকে জ্বর এসেছে ভেবে গুরুত্ব দেননি। সাধারণ রক্ত পরীক্ষা করেও জ্বরের কারণ জানতে পারেননি। অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। রক্তে ভাইরাসের অ্যান্টিবডি নির্ণয় ও অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যায় তিনি চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন।

চিকুনগুনিয়া কি

ভাইরাসজনিত জ্বর চিকুনগুনিয়া। স্ত্রী এডিস ইজিপশাই ও এডিস অ্যালবোপিকটাস মশার মাধ্যমে এটি ছড়ায়। চিকুনগুনিয়া প্রাণঘাতী নয়। তবে যথেষ্ট ভোগান্তির কারণ হতে পারে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার বাহক একই। দুটি জ্বরের উপসর্গগত মিলও রয়েছে। তবে ডেঙ্গুতে প্লাটিলেট কমে যাওয়া ও রক্তক্ষরণের ঝুঁকি এমনকি মৃত্যুঝুঁকি থাকলেও চিকুনগুনিয়ায় এ ধরনের ঝুঁকি কম। সাধারণ রক্ত পরীক্ষা বা সিবিসিতে চিকুনগুনিয়া ধরা পড়ে না। রক্তে ভাইরাসের অ্যান্টিবডি নির্ণয় করে চিকুনগুনিয়া শনাক্ত করা যেতে পারে।

বর্ষার পর যখন মশার উপদ্রব বেশি থাকে তখন চিকুনগুনিয়ার বিস্তার বেশি দেখা যায়।

চিকুনগুনিয়া টোগা গোত্রের ভাইরাস।

চিকুনগুনিয়ার উপসর্গ

চিকুনগুনিয়ায় সাধারণত দুই থেকে পাঁচদিন পর্যন্ত জ্বর, তীব্র শরীরব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ থাকে। এরপর নিজে নিজেই সেরে যায়। জ্বর কমে যাওয়ার পরেও ব্যথা থাকতে পারে। তবে, বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্যথা সেরে যায়। এর উপসর্গগুলো অনেকটা ডেঙ্গুজ্বরের মতো। তবে চিকুনগুনিয়ার ক্ষেত্রে দেহের তাপমাত্রা বেশি থাকে। যা প্রায়ই ১০৪° ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠানামা করে।

- হঠাৎ তীব্র জ্বর আসা
- মাংসপেশিতে ব্যথা
- অস্থিসন্ধিতে ব্যথা
- হাত-পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা
- কবজিতে ব্যথা
- চোখ জ্বালাপোড়া
- সর্দিকাশি
- মাথাব্যথা
- বমিভাব বা বমি
- চামড়ায় লালচে দানা বা র‍্যাশ
- অতিরিক্ত দুর্বলতা

জ্বর

অস্থিসন্ধির ব্যথা

পেশিব্যথা

অস্থিসন্ধি ফুলে যাওয়া

মাথাব্যথা

বমিভাব

ক্লান্তি

র‍্যাশ

চিকুনগুনিয়ার উপসর্গ

চিকুনগুনিয়ার চিকিৎসা

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা মূলত উপসর্গভিত্তিক। এর কোনো বিশেষ ওষুধ বা টিকা নেই। টানা তিনদিনের বেশি জ্বর ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা থাকলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। পরামর্শমতো প্যারাসিটামল ও ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। তবে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা যাবে না। সাধারণত ভাইরাসজনিত জ্বরে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না। বরং অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে জটিলতা তৈরি করতে পারে। এ সময় শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। তাই সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকা প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে পানি পান ও তরলজাতীয় খাবার খেতে হবে। পাশাপাশি স্যালাইন, ডাবের পানি, লেবুর শরবত ইত্যাদি গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

সচেতনতাই চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। প্রাথমিকভাবে এই রোগ চিকুনগুনিয়া ভাইরাসে আক্রান্ত স্ত্রী এডিস ইজিপশাই ও এডিস অ্যালবোপিকটাস মশার মাধ্যমে মানুষের শরীরে বিস্তার ঘটায়। এরা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত থেকে জীবাণু নিয়ে অন্যদেরকেও আক্রান্ত করে। এছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে গ্রহণ করলে বা ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার সময় অসাবধানতাবশত এটি ছড়াতে পারে। সাধারণত এই মশা দিনের আলোতে কামড়ায়। তাই দিনে ঘুমালে মশারি ব্যবহার করা ও ফুলহাতা জামা পরিধান করা যেতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে যেন মশা না কামড়াতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এছাড়াও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে যেসব বিষয় মেনে চলা জরুরি—

- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- বাড়িতে বাগান করলে সবসময় তা পরিষ্কার রাখুন।
- বাইরে গেলে মশা প্রতিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন।
- ঘরের জানলায় মশানিরোধক নেট লাগিয়ে নিতে পারেন।
- যেকোন সময় ঘুমালে মশারি বা মশানিরোধক স্প্রে ব্যবহার করুন।
- ঘরে, বারান্দায় বা বাড়ির আশপাশে পানি জমিয়ে রাখবেন না।
- যেসব স্থানে মশা প্রজনন করতে পারে সেসব স্থান ধ্বংস করুন।
- শিশু ও বয়স্কদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন।
- উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অধ্যাপক ডা. শংকর নারায়ণ দাস
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমডি
এফআরসিপি (গ্লাসগো, ইউকে)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ ও অধ্যক্ষ (অব.)
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

১৯৫২ সালে আফ্রিকায় প্রথম চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়।

Montilab

Montelukast USP

- 4 mg Chewable Tablet
- 5 mg Chewable Tablet &
- 10 mg Tablet

A Preparation of DMF Grade Montelukast

Live better with better Health

- Drug of choice in Asthma and Allergic Rhinitis
- Can be given from 6 months of age
- US FDA pregnancy category B
- Once daily dosing

Labaid Pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level 2), House: 23, Gulshan 1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 9899910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

এ সময়ে শিশুর জ্বর নিউমোনিয়া নয় তো?

অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল মান্নান

রুবিনা আখতার তার দেড় বছর বয়সী শিশু মিমিকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন। সকালে হঠাৎ তীব্র জ্বর এসেছিল মিমির। দুপুরের দিকে জ্বরের পাশাপাশি দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বুকের পাঁজর দেবে যাচ্ছিল। মেয়ের এই অবস্থা দেখে বেশ ঘাবড়ে যান তিনি। তাই দ্রুত মেয়েকে নিয়ে এসেছেন হাসপাতালে। পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসক জানিয়েছেন, মিমি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। তবে সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে আসায় ঝুঁকি অনেকটাই কেটে গেছে। তার এখন সুচিকিৎসা প্রয়োজন।

নিউমোনিয়া কি?

ফুসফুসের প্রদাহজনিত একটি সংক্রামক রোগ নিউমোনিয়া। ইংরেজিতে একে বলা হয় রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (Respiratory tract infection)। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফাঙ্গাসের মাধ্যমে এটি দেহে প্রবেশ করে। হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায় এবং ফুসফুস বা শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। ফলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে কাশি বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে নিউমোনিয়া সব বয়সী মানুষের জীবাণুঘটিত মৃত্যুর বড়ো কারণ হিসেবে চিহ্নিত। শিশুদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এটি মারাত্মক হয়ে ওঠে। নবজাতক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

নিউমোনিয়ার লক্ষণ

দুই মাসের কম বয়সী শিশুদের শ্বাস নেওয়ার হার মিনিটে ৬০ বারের বেশি, ২ মাস থেকে ১২ মাস বয়সী শিশুদের মিনিটে ৫০ বারের বেশি এবং ১২ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুর মিনিটে ৪০ বারের বেশি হলে তাকে শ্বাসকষ্ট বলা হয়। এর সঙ্গে শিশুর বুকের পাঁজরের নিচের অংশ দেবে গেলে, তা নিউমোনিয়ার অন্যতম লক্ষণ।

- তীব্র বা মাঝারি মাত্রার জ্বর
- কাশি ও শ্বাসকষ্ট
- শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়া
- খাবারে অনীহা
- শিশুর শরীর নীল বর্ণ ধারণ করতে পারে
- ঘাম, অস্বস্তি ও ডায়রিয়া হতে পারে
- বমি হতে পারে
- খিঁচুনি ও শরীর নিস্তেজ হয়ে আসতে পারে

নিউমোনিয়া ছোঁয়াচে নয়। তবে রোগীর কাশি বা হাঁচি থেকে এই রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। একে 'ড্রপলেট ইনফেকশন' বলা হয়।

যেসব শিশুর ঝুঁকি বেশি

শীতে শিশুদের সাধারণ জ্বর-সর্দি-কাশি অনেক বেড়ে যায়। তবে সাধারণ জ্বর ও নিউমোনিয়ার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য। সাধারণ জ্বরে শিশুর সর্দি কাশি থাকলেও শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হয় না। কিন্তু নিউমোনিয়া হলে শিশুর শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করা হলে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যেসব শিশুর নিউমোনিয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি—

- অপুষ্টির শিকার ও নবজাতক শিশু।
- রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম যাদের।

জার্নাল অব গ্লোবাল হেলথ এর তথ্যমতে, বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ নিউমোনিয়া।

- জন্মগত হৃদ্‌রোগ বা ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত শিশু।
- বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত শিশু।
- ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে বাস করে যারা।
- অতিরিক্ত ভিড় ও বায়ুদূষণে অবস্থান করে যারা।
- পরোক্ষ ধূমপানের শিকার শিশু।

নিউমোনিয়ার চিকিৎসা

নিউমোনিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা ও সচেতনতার মাধ্যমে এটি প্রতিহত করা সম্ভব। সাধারণত উপসর্গের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে নিউমোনিয়াকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

- খুব মারাত্মক
- মারাত্মক
- সাধারণ নিউমোনিয়া

সাধারণ নিউমোনিয়ার চিকিৎসা বাড়িতেই করা সম্ভব। মারাত্মক বা খুব মারাত্মক লক্ষণগুলো না থাকলে শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি না করেও চিকিৎসা করা যায়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন করা যাবে না।

এ সময় শিশুর খাবারের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। কাশি হলে বুকে তেল মালিশ করার প্রয়োজন নেই। অহেতুক সাকশন যন্ত্র দিয়ে কফ পরিষ্কার বা নেবুলাইজার ব্যবহার করাও ঠিক নয়। শিশুর সংকটাপন্ন অবস্থা যেমন—শ্বাসকষ্ট, বমি, খিঁচুনি বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেই শিশুকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

নিউমোনিয়া প্রতিরোধ

মারাত্মক নিউমোনিয়ায় শিশুর মৃত্যুঝুঁকি বেশি। তাই নিউমোনিয়া প্রতিরোধ সবচেয়ে জরুরি। নিউমোনিয়া প্রতিরোধে কিছু অভ্যাসের পরিবর্তন ও সচেতনতাই যথেষ্ট।

- শিশুর জন্মের পর এক ঘণ্টার মধ্যে শালদুধ খাওয়ান।
- অন্তত ছয় মাস শিশুকে নিয়মিত মায়ের দুধ দিন।
- বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- শিশুকে চুলার ধোঁয়া, মশার কয়েল ও সিগারেটের ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন।
- শিশুকে সময়মতো নিউমোনিয়ার টিকা দিন।
- নবজাতকের মায়েদের পুষ্টিকর খাবার খেতে দিন।

অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল মান্নান
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমডি (পেডিয়াট্রিক)
এমডি (নিওন্যাটোলজি)
ফেলো নিওন্যাটোলজি, এনইউএইচ (সিঙ্গাপুর)
এক্স-চেয়ারম্যান, নিওন্যাটোলজি বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, ঢাকা
শিশু ও নবজাতক বিশেষজ্ঞ
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল।

বর্ষা ও শীতকালে নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

"Quality Product From Quality House"

Nofeva

60 ml
100 ml
Suspension

Paracetamol BP

Quality Paracetamol
Nofeva
From Quality House

Regain the Freshness

- ✓ Effectively reduces fever & pain
- ✓ Most palatable preparation for children
- ✓ Safe in pregnancy

*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician

Labaid Pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level-2), House 23, Gulshan-1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

ইন্টারমিটেন্ট ফিভার স্বল্পস্থায়ী বিরামহীন জ্বর

অধ্যাপক ডা. মো. মনজুর রহমান (গালিব)

জ্বরের নানা ধরন আছে। একেক জ্বরের আবার একেক রকম জটিলতা। কোনো জ্বর স্বল্পস্থায়ী, কোনো জ্বর আবার অনেক দিন ভোগায়। কোনো জ্বর আপনা-আপনিই সেরে যায়। কোনো কোনো জ্বরের জন্য নিয়ম মেনে চিকিৎসা নিতে হয়। নানা রকম জ্বরের মধ্যে ইন্টারমিটেন্ট ফিভার এমন এক ধরনের জ্বর যা স্বল্পস্থায়ী কিন্তু বিরামহীন।

জ্বর নিজে কোনো রোগ নয়। অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ। তাই জটিল কোনো রোগ এড়াতে জ্বরের কারণ ও ধরন জেনে চিকিৎসা করানো জরুরি।

ইন্টারমিটেন্ট ফিভার কী

সারাদিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা এই জ্বর থাকে। বাকি সময় শরীর স্বাভাবিক থাকে। জ্বর থাকা অবস্থায় তাপমাত্রার হালকা ওঠানামা হয়। জ্বর যখন কমে যায় তখন একেবারে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নেমে আসে। জ্বর যে কয়দিন থাকে প্রতিদিন একই সময়ে একই মাত্রায় এমন হয়ে থাকে।

যেসব কারণে এমন জ্বর দেখা যায়

বড়োদের ক্ষেত্রে পিত্তনালি, প্রস্রাবের নালিতে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, রক্তদূষণ, সেপসিস— প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমন জ্বর হয়।

জ্বর যেমনই হোক চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ সেবন করা ভালো।

শিশুদের গলার প্রদাহ, ওটিটিস মিডিয়ার (মধ্যকর্ণে জীবাণুর সংক্রমণজিত প্রদাহ) মতো জটিলতায় ইন্টারমিটেন্ট ফিভার হতে দেখা যায়।

ইন্টারমিটেন্ট ফিভারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পেল এপস্টেইন ফিভার। এতে তিন থেকে চারদিন জ্বর বা জ্বরজ্বর ভাব থাকে। হজকিন লিম্ফোমা (লিম্ফোসাইট নামক শ্বেত কণিকার ক্যানসার) থাকলে এ ধরনের জ্বর হয়।

ইন্টারমিটেন্ট ফিভারের লক্ষণ ও উপসর্গ

এ ধরনের জ্বরের লক্ষণ সাধারণ জ্বরের মতোই।

- তাপমাত্রা ১০০.৪° ফারেনহাইট (৩৭° সেলসিয়াস) বা তার চেয়ে বেশি থাকবে।
- তাপমাত্রা অল্প (২-৩° সেলসিয়াস) ওঠানামা করবে।
- দিনের যেকোনো একটি নির্দিষ্ট সময় জ্বর থাকবে।
- প্রতিদিন একই সময় জ্বর আসবে।
- শরীরে কাঁপুনি অনুভূত হবে।
- ক্লান্ত ও বিষণ্ণ বোধ হবে।

জ্বর হলে কুসুম গরম (২৭ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পানি দিয়ে গোসল করা ভালো।

শিশুদের এ জ্বর হলে নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহ দেখা যেতে পারে—

- খুব খিটখিটে আচরণ করবে।
- খাওয়া দাওয়া করতে অনীহা দেখাবে।
- বারবার কান ধরে টানবে, যেন কানে ব্যথা পাচ্ছে এমন বোঝা যাবে।
- গলাব্যথা হবে।
- কথা বলা বা শব্দ করায় অনাগ্রহ দেখাবে। শব্দ করলেও গলার স্বরে পরিবর্তন বোঝা যাবে।

ইন্টারমিটেন্ট ফিভার হলে করণীয়

এটি খুব সাধারণ ধরনের জ্বর। খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

চিকিৎসকের পরামর্শ

যেকোনো জ্বর-জারি হলেই আমরা নিজেদের মতো ওষুধ খেয়ে থাকি। এটি না করাই ভালো। জ্বর যেমনই হোক চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ সেবন করা উচিত। বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি মাথায় রাখবেন।

বিশ্রাম নিন

টানা পরিশ্রমে জ্বর স্বাভাবিক মাত্রা থেকে উচ্চ মাত্রায় চলে যেতে পারে। তাই বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। শিশুদের জ্বর হলে বাইরে খেলাধুলা বা দৌড়াদৌড়ি করতে না দেওয়াই ভালো।

তরলজাতীয় খাবার খান

জ্বরের সময় সহজপাচ্য ও তরলজাতীয় খাবেন। পানিশূন্যতা এড়াতে পর্যাপ্ত পানি ও ফলের রস পান করবেন।

শিশুদের জন্য বিশেষ সতর্কতা

আপনার শিশুর যদি প্রতিদিন একই সময়ে জ্বর হতে থাকে, বিষয়টি হালকাভাবে নেবেন না। বড়োদের শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতার কারণে সহজে এই জ্বর ভালো হলেও শিশুদের ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। এ জন্য শিশুর জ্বর হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন—

- শিশুর আচরণে কোনো অসংগতি দেখা যাচ্ছে কি না।
- শিশুর প্রস্রাব নিয়মিত বিরতিতে এবং যথার্থ পরিমাণে হচ্ছে কি না। প্রস্রাবের রঙে কোনো পরিবর্তন আসছে কি না।
- শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না।
- জ্বরের মাত্রায় বেশি পরিমাণে হেরফের হচ্ছে কি না।

উপর্যুক্ত লক্ষণগুলো দেখা গেলে এবং জ্বর পাঁচ দিনের বেশি স্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

অধ্যাপক ডা. মো. মনজুর রহমান (গালিব)
এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (মেডিসিন)
সিনিয়র কনসালট্যান্ট
মেডিসিন বিভাগ
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

জ্বর হলে করণীয় ও বর্জনীয়

জ্বর হলে রোগীকে যতটা সম্ভব আলো-বাতাসপূর্ণ স্থানে রাখতে হবে। শরীরের কাপড় আলগা করে দিতে হবে। মাথায় পানি দেওয়া এবং নরম কাপড় বা তোয়ালে ভিজিয়ে শরীর মুছে দেওয়া এ সময় বেশ কার্যকর।

জ্বরে মুখের স্বাদ পাল্টে যায়। একইসঙ্গে শরীরের বিপাকক্রিয়াও বেড়ে যায়। প্রয়োজন হয় ক্যালরির। তাই এ সময় খাবারে স্বাদের পাশাপাশি পুষ্টির দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ভাজাপোড়া, তেল-মসলাযুক্ত খাবার ও ফাস্টফুড এড়িয়ে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। জ্বরে পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। তাই স্যালাইন, ডাবের পানি, শরবত ও প্রচুর পানি পান করুন। জ্বর তিনদিনের বেশি স্থায়ী হলে এবং তাপমাত্রা না কমলে রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে।

জ্বরের সময় শরীরচর্চা থেকে বিরত থাকা দরকার।

HOTLINE 10606

LABAID

আপনি জানেন কি?

‘ভিটামিন ডি’ স্বল্পতা যেকোনো রোগের কারণ হতে পারে!

ভিটামিন ডি-টেস্টের মাধ্যমে

জেনে নিন আপনার ভিটামিন ডি এর মাত্রা

- **বিভিন্ন ধরনের ব্যথা**
- **মানসিক অবসাদ**
- **শারীরিক দুর্বলতা**
- **হাড় ও হাড় ক্ষয়জনিত সমস্যা**
- **চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদি**

এগুলো হতে পারে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির কারণে।
এছাড়াও নিচের লক্ষণগুলোও দেখা যেতে পারে।

‘ভিটামিন ডি’ ঘাটতির লক্ষণসমূহ:

বয়স্কদের ক্ষেত্রে:

- সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে অথবা কিছুক্ষণ হাঁটলে হাঁটু অথবা পায়ের যেকোনো অংশে ব্যথা হওয়া
- সারা শরীরে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা
- হাড় ক্ষয়জনিত ব্যথা এবং নানা উপসর্গ
- মানসিক অবসাদ, বিষন্নতা অথবা যেকোনো মানসিক পরিবর্তন
- ঘনঘন সংক্রমণ ও কোনো ক্ষত সহজে না সারা
- শারীরিক দুর্বলতা ও দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যাওয়া
- চুল পড়ে যাওয়া
- হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে
- বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ হতে পারে

শিশুদের ক্ষেত্রে:

- রিকেটস রোগ-এর কারণে হাড় নরম হয়ে বেঁকে যেতে পারে
- রক্তে ক্যালসিয়াম কমে গিয়ে অচেতন হয়ে যেতে পারে

ভিটামিন ডি-এর মাত্রা না জেনে কোনো ধরনের সাপ্লিমেন্ট নিলে যেকোনো ধরনের জটিলতা হতে পারে। তাই ভিটামিন ডি-এর সঠিক মাত্রা জানুন, সুস্থ থাকুন।

‘ভিটামিন ডি’ ঘাটতির ঝুঁকি কাদের বেশি:

- শিশু (০-১৬ বছর)
- মহিলা (যেকোনো বয়সের হতে পারে)
- গর্ভবতী মহিলা
- পুরুষ (যাদের বয়স সাধারণত ৪০ অথবা তার বেশি)
- যাদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি
- যারা পর্যাপ্ত সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসেন না
- যারা দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরে, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় এবং অফিসে থাকে
- লিভার অথবা কিডনির কোনো সমস্যা থাকলে
- শ্যামবর্ণ অথবা গাঢ়বর্ণের ব্যক্তি

বিস্তারিত জানতে: 017 6666 0594

ল্যাবএইড লিমিটেড (ডায়াগনস্টিক)
বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা , ফোন : ৫৮৬১০৭৯৩-৮

কন্টিনিউড ফিভার ঝুঁকি কতটা

অধ্যাপক ডা. এস.এম. মোস্তফা জামান

স্কুল থেকে ফিরেই মায়ের কোলে বসে পড়ে রিফাত। মা কপালে হাত বুলিয়ে টের পান জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ছেলে। তাৎক্ষণিক মাথায় পানি ঢালেন। তোয়ালে ভিজিয়ে শরীর মুছে দেন। কিন্তু কিছুতেই শরীরের তাপমাত্রা কমছে না। রাতটা অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। সারারাত ছেলের পাশে বসে একটু পরপর তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন। ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাপমাত্রা স্বাভাবিক হচ্ছিল না রিফাতের।

রোগীর শরীরের তাপমাত্রা যখন ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পরেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে তখন সেটিকে বলা হয় কন্টিনিউড জ্বর। এই জ্বরে তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ওঠানামা করে না, আবার স্বাভাবিক অবস্থায়ও আসে না।

বিভিন্ন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এই জ্বর হতে পারে। সাধারণত তিনদিনের মধ্যেই আক্রান্ত রোগী সেরে ওঠেন। তবে রোগীর অন্যান্য জটিলতা থাকলে দুই সপ্তাহের মধ্যে আবার জ্বর ফিরে আসতে পারে। তিনদিনের মধ্যে তাপমাত্রা না কমলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

কন্টিনিউড জ্বরের কারণ

কন্টিনিউড জ্বরে শরীরের তাপমাত্রা একদিন বা তার চেয়ে বেশি সময় একই অবস্থানে থাকে। কিছুতেই জ্বর কমে না। সধারণত বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ, প্রদাহজনিত রোগ যেমন—রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসসহ নানা কারণে এই জ্বর হতে পারে।

এছাড়া আরো যেসব কারণে কন্টিনিউড জ্বর হতে পারে—

- টাইফয়েড
- নিউমোনিয়া
- মেনিনজাইটিস
- প্রস্রাবের সংক্রমণ
- অতিরিক্ত তাপ
- টিউমার
- ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

কন্টিনিউড জ্বরে ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না।

উপসর্গ

কন্টিনিউড জ্বর ও অন্যান্য জ্বরের মধ্যে দুয়েকটা ছাড়া বেশকিছু উপসর্গগত মিল রয়েছে। অন্যান্য জ্বরের মতো এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যেও সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট, খাবারে অরুচি হতে পারে। এছাড়া যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে—

- একটানা তীব্র জ্বর।
- তাপমাত্রা ১০৪° ফারেনহাইটের বেশি।
- মাথাব্যথা থাকতে পারে।
- পেশি ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
- পেটে ব্যথা।
- দুর্বলতা।
- কাঁপুনি দেখা দিতে পারে।
- ক্লান্তি ও অবসাদ।
- কখনো অবিরাম ঘাম হতে পারে।

ঝুঁকি আছে কখন?

যদি ভাইরাসজনিত জ্বর হয় তাহলে সেটি তিন থেকে পাঁচ দিন, বড়োজোর সাত দিন থাকতে পারে। জ্বরের পাশাপাশি যদি নাক বন্ধ, নাক দিয়ে পানি পড়া, গলা খুসখুস ও কাশি থাকে তাহলে ভাইরাস জ্বর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

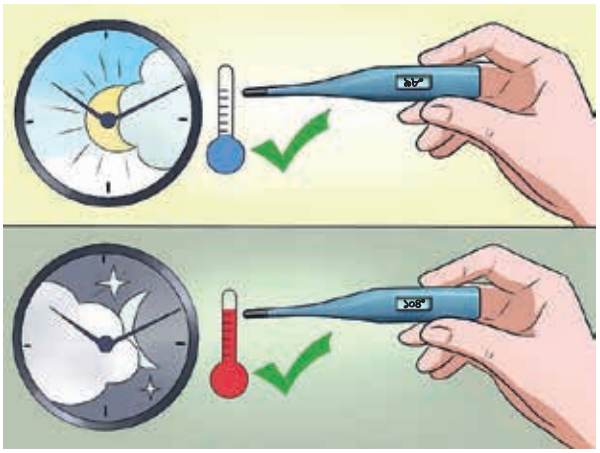

তাই অকারণে অস্থিরতার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। তবে জ্বর যদি এর বেশি স্থায়ী হয় এবং তাপমাত্রা কিছুতেই না কমে তাহলে ঝুঁকি আছে। জ্বরের সঙ্গে যদি নিম্নোক্ত উপসর্গগুলো থাকে তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

- বমি
- শ্বাসকষ্ট
- বুকে ব্যথা
- ফুসকুড়ি
- গলাব্যথা বা গলা ফুলে যাওয়া
- ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া

চিকিৎসা

এ সময় আক্রান্ত রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। প্রচুর পানি, ফলের রস ও অন্যান্য তরল খাবার খেতে হবে। সংক্রমিত অবস্থায় সব ধরনের সামাজিকতা এড়িয়ে চলা জরুরি। এতে অন্যদের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা এড়ানো যায়। সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট হিসাবে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধই যথেষ্ট। এতে জ্বরের পাশাপাশি ব্যথাও কমে। গলাব্যথা থাকলে লবণ ও গরম পানি দিয়ে গার্গল করা যেতে পারে। এছাড়া কুসুম গরম পানি, গরম স্যুপ, আদা ও লেবুর চা খেতে পারেন।

জ্বর তিনদিনের বেশি স্থায়ী হলে এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না এলে দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে নিন। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে ওষুধ সেবন করুন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন না। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর ও সুষম খাবার রাখুন। নিয়মিত তাজা ফলমূল ও রঙিন শাকসবজি খান। শরীর সতেজ ও সুস্থ রাখতে প্রতিদিন শরীরচর্চা করুন। প্রচুর পানি পান করুন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

অধ্যাপক ডা. এস.এম. মোস্তফা জামান
এমবিবিএস, ডিটিসিডি, এমডি (কার্ডিওলজি)
ফেলো-ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি
(ভারত, সিঙ্গাপুর ও জাপান)
হৃদরোগ, বাতজ্বর, বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
কনসালট্যান্ট, ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল।

রাতের বেলা জ্বর

রাতে জ্বর হওয়া ভালো লক্ষণ নয়। নানা কারণেই রাতে জ্বর হতে পারে। জ্বরজনিত উপাদান পাইরোগেনের কারণে রাতে জ্বর হতে পারে। মূত্রনালির সংক্রমণ, ত্বকের প্রদাহ, শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা, অতিরিক্ত মানসিক চাপ—প্রভৃতি কারণেও রাতে জ্বর হয়ে থাকে। ব্যাপারটি অবহেলা করা যাবে না। এমন হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। রাতের জ্বর বড়ো কোনো রোগের উপসর্গ হতে পারে।

জ্বর হলে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে। এ সময় শরীরকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

Rupa-Aid

Rupatadine

10 mg Tablet

60 ml Oral Solution

API from USFDA Approved Source

A fast acting & effective antihistamine

The one and only 2nd generation non-sedative antihistamine with **Rapid and Dual Mode of Action**

Does not cause QT prolongation, dry mouth, urinary retention & constipation

*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician

Labaid Pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :

"Like" us on facebook

fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level-2), House 23, Gulshan-1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

জ্বর কি কোনো রোগ? জ্বরে যেসব পরীক্ষা জরুরি

ডা. সৈয়দ গোলাম মোগনী মাওলা

জ্বর নিজে কোনো রোগ নয়, বরং জ্বরকে শরীরের ভেতর কোনো রোগের সতর্কবার্তা বলা যেতে পারে। এটি কখনো হতে পারে সর্দি-কাশির মতো সংক্রমণের কারণে। আবার কখনো হতে পারে অন্য কোনো রোগের উপসর্গ। জ্বরের আছে নানা রকমফের। অনেকের প্রায়ই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। আবার কারো কারো গায়ে সবসময় হালকা জ্বর থাকে। জ্বরের মাত্রা ও ধরন বহু রোগের দিকে নির্দেশ করে।

বলা হয়, আমাদের শরীরের ভেতর যখন কোনো জীবাণু আক্রমণ করে সেটি ঠেকাতে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা বিভিন্ন কোষ থেকে পাইরোজেন নামক একধরনের পদার্থ নিঃসরণ করে। এটি দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। তাই এ সময় শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে জ্বরের অনুভূতি হয়।

সাধারণ জ্বরের উপসর্গ

শরীরের যেকোনো সংক্রমণ বা প্রদাহের বিপরীতে জ্বর প্রথম প্রতিরোধব্যবস্থা। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬° ফারেনহাইট। তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন তাকে জ্বর বলা হয়।

সাধারণত শরীরের তাপমাত্রা ৯৯° থেকে ১০০° ফারেনহাইটের মধ্যে থাকলে সেটি অল্প জ্বর। এরচেয়ে বেশি হলে তীব্র জ্বর।

অতিরিক্ত জ্বর শরীরকে দুর্বল করে ফেলে। সাধারণ জ্বরের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ওঠা-নামা করার পাশাপাশি আরো যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে—

- দুর্বলতা
- হাঁচি ও কাশি
- মাথাব্যথা
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- মাংসপেশিতে ব্যথা
- ক্ষুধামান্দ্য
- বিরক্তি ও অবসাদ

যেসব কারণে জ্বর হতে পারে

বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, হিট স্ট্রোক, ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে নানা কারণে জ্বর হতে পারে। এছাড়া ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, সাধারণ ফ্লু এ ধরনের জ্বর ভাইরাসের সংক্রমণ ও ঋতু পরিবর্তনের কারণে হয়ে থাকে। ভাইরাল জ্বর সাধারণত তিন থেকে সাত দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়।

জ্বর হলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

তবে, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া হলে সহজেই নিষ্কৃতি মেলে না। আরো যেসব কারণে জ্বর হতে পারে—

- রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস থাকলে
- প্রস্রাবের রাস্তায় ইনফেকশন হলে
- পিরিয়ডের কারণে
- টিকা নিলে
- আকস্মিক ভয় বা মানসিক আঘাত পেলে
- সাইনাস ইনফেকশন হলে

আবার কিছু জটিল রোগের উপসর্গ হিসেবেও জ্বর হতে পারে। যেমন— বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার, মস্তিষ্কের প্রদাহ, টাইফয়েড, রক্তনালির প্রদাহ, অ্যাকজিমা, সেলুলাইটিস, এসএলই, আইটিপি ইত্যাদি।

শীতকালে বয়স্কদের মধ্যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের কারণে প্রায়ই জ্বর আসতে দেখা যায়।

জ্বর হলে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা জরুরি

সাধারণত জ্বরের ধরন ও উপসর্গ বুঝে এর পরীক্ষা করাতে হয়। বিভিন্ন ধরনের জ্বরের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণ সর্দিজ্বর হলে সেটি সহজেই ভালো হয়ে যায়। তবে একটানা তীব্র জ্বর হলে এবং রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিম্নবর্ণিত পরীক্ষাগুলো করিয়ে নিন।

কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি)

ব্লাড সেল টাইপ ও ব্লাড সেল কাউন্ট জানার পরীক্ষা সিবিসি। জ্বর হওয়ার পরপরই পরীক্ষাটি করা জরুরি। এই পরীক্ষার মাধ্যমে রোগীর ব্লাড সেল স্বাভাবিক আছে কি না, কোনো ইনফেকশন আছে কি না, রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কত ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। ডেঙ্গুজ্বর হলে অনেকসময় রক্তে প্লাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে যায়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্লাটিলেট কাউন্ট ছাড়াও রক্তের শ্বেতকণিকা, হেমাটোক্রিট বা এইচটিসি (লোহিত কণিকার সঙ্গে রক্তের পরিমাণের অনুপাত) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন

সাধারণত ডেঙ্গুজ্বর ধারণা করা হলে Nonstructural Protein 1 বা NS1 অ্যান্টিজেন পরীক্ষাটি করা হয়। জ্বরের উপসর্গ দেখা দেওয়ার কয়েক মিনিট থেকে তিনদিন পর্যন্ত শরীরে এই অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। তিনদিন পর পরীক্ষাটি করলে খুব একটা লাভ হয় না। তাই জ্বর হওয়ার প্রথম দিনই পরীক্ষাটি করিয়ে নেওয়া ভালো।

অ্যান্টিবডি (আইজিএম, আইজিজি)

রোগীর শরীরে ডেঙ্গুর অ্যান্টিবডি উপস্থিত আছে কি না তা বুঝতে অ্যান্টিবডি Immunoglobulin M (IgM), Immunoglobulin G (IgG) পরীক্ষা করা হয়। ডেঙ্গুজ্বরে মোটামুটি সাত থেকে দশ দিনের একটা চক্র চলতে থাকে। জ্বর পাঁচদিন স্থায়ী হলে ষষ্ঠ দিনে এই পরীক্ষাটি করাতে হয়। রক্তে আইজিএম পজিটিভ থাকলে বুঝতে হবে বর্তমানে রোগীর সংক্রমণ রয়েছে। আইজিজি পজিটিভ থাকলে বুঝতে হবে আগে রোগীর সংক্রমণ ছিল এবং দ্বিতীয়বারের তিনি মতো ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা নিতে হবে।

ব্লাড কালচার

টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রে ব্লাড কালচার নামক একধরনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। সাধারণত টাইফয়েড দ্রুত শনাক্ত করতে এটি করা হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া নমুনায় স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেলে টাইফয়েড নির্ধারণ করা যায়। টাইফয়েডের অনুরূপ আরেকটি জ্বর-প্যারাটাইফয়েড। প্যারাটাইফয়েড সম্পর্কে নিশ্চিত হতে জ্বর হওয়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্লাড কালচার পরীক্ষ করা হয়।

ইউরিন বা প্রস্রাব কালচার

অনেকসময় প্রস্রাবে ইনফেকশনের কারণে জ্বর হয়। কিডনি, ইউরেটার, ইউরিনারি ব্লাডার, ইউরেথ্রা ও প্রস্টেটের ইনফেকশনের কারণে প্রস্রাবে পাস সেল বেশি পাওয়া যায়। এই সমস্যাকে ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন বা সংক্ষেপে ইউটিআই বলা হয়। এই সেল শনাক্ত করতে প্রস্রাব কালচার পরীক্ষাটির প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো ছাড়াও প্রয়োজনীয় আরো পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। জ্বরের ধরন, ইতিহাস, উপসর্গ, স্থায়িত্ব প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও পরবর্তী চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। সাধারণ ফ্লু থেকে যেমন জ্বর হতে পারে তেমনি বড়ো কোনো অসুখের কারণেও জ্বর হতে পারে। তাই জ্বর হলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হবে।

ডা. সৈয়দ গোলাম মোগনী মাওলা
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন) এফআরসিপি (এডিন), এফএসিপি (আমেরিকা)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক (মেডিসিন)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
চেম্বার: ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক)

আকস্মিক ভয় পেলে বা মানসিক আঘাত পেলেও জ্বর হতে পারে।

To meet standard calcium

Algita D *Tablet*

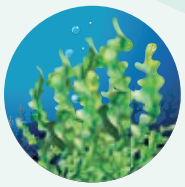

Calcium (Algae source) 500 mg & Vitamin D_3 200 IU

Truly Pure & Active plant based Calcium

&

To meet extra calcium

Algita DX *Tablet*

Calcium (Algae source) 600 mg & Vitamin D_3 400 IU

Extra Natural Calcium, Extra Care

API from USFDA Approved Source Calcium + Vitamin D_3 FROM DENMARK = **Premium Quality Product**

- 100% natural & plant source Calcium
- Highest absorption rate (97%)
- Contains 74 trace minerals
- Does not cause Kidney stone, Myocardial Infarction or Constipation like side effects
- Increases HDL level

*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician

Labaid pharma *Quality First...*

Scan here to find our page instantly:
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level 2), House 23, Gulshan 1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

ডেঙ্গু জ্বরে আতঙ্ক নয় যা করবেন

ডা. এ.বি.এম. সফিউল্লাহ কবির

ডেঙ্গু জ্বর, যার আরেক নাম ব্রেকবোন ফিভার—অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি রোগ। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় এর প্রকোপ বেড়ে যায়। রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় রোগটি। প্রতি বছর প্রচুর মানুষ এতে আক্রান্ত হন এবং মারাও যান অনেক রোগী। রক্তের প্লাটিলেট বা অণুচক্রিকা কমে গিয়ে রক্তক্ষরণ হয় বলে শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা প্রবলভাবে ভেঙে পড়ে। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে সতর্কতা জরুরি। আতঙ্কিত হওয়া যাবে না।

যেভাবে ছড়ায় ডেঙ্গু

মশার কামড়

স্ত্রী এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়। ডেঙ্গু-আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে স্ত্রী এডিস মশা কামড়ানোর পর ডেঙ্গুর ভাইরাস মশাটির অন্ত্রে প্রবেশ করে। এরপর এই ভাইরাস মশার লালাগ্রন্থিসহ অন্যান্য সেকেন্ডারি টিস্যুতে পরিবাহিত হয়। একবার আক্রান্ত হওয়ার পর ওই মশাটি মৃত্যু পর্যন্ত এ ভাইরাস বহন করে এবং অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে।

গর্ভবতী মা থেকে শিশু

গর্ভবতী মা ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হলে গর্ভস্থিত সন্তানও এতে আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুটি অপরিপক্ক, অল্প ওজনসম্পন্ন বা অন্য কোনো বড়ো রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে।

অন্যান্য

রক্তদান বা অঙ্গদানের মাধ্যমেও ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা অঙ্গ অন্য কেউ গ্রহণ করলে তিনিও আক্রান্ত হতে পারেন।

ডেঙ্গুর ধরন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিম্নোক্তভাবে ডেঙ্গুর ধরনের কথা উল্লেখ করেছে—

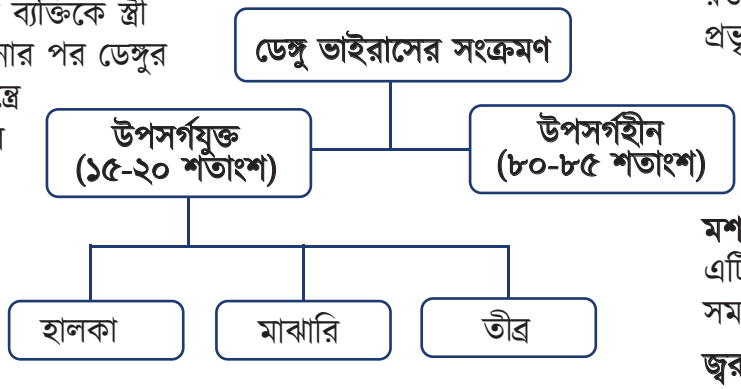

হালকা

অন্যান্য লক্ষণ ও জটিলতা ছাড়া কেবল জ্বর।

মাঝারি

সতর্কতামূলক লক্ষণ : পেটে ব্যথা, বিরামহীন বমি, দাঁতের মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্তপাত, যকৃতের আকৃতি বেড়ে যাওয়া, হেমাটোক্রিট বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি দ্রুত হারে রক্তের প্লাটিলেট কমে যাওয়া।

অধিক ঝুঁকিতে যারা : শিশু, গর্ভবতী মা, বয়স্ক ব্যক্তি, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী, উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন এমন ব্যক্তি, হার্ট-কিডনি-লিভারে সমস্যা আছে যাদের।

তীব্র

লক্ষণ : ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম (অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি), এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম (শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে জটিলতা ছড়িয়ে যাওয়া)।

ডেঙ্গুর ধাপ

মশার কামড়

এটি ভাইরাসের উন্মেষপর্ব। সময়কাল—পাঁচ থেকে সাত দিন।

জ্বর

সময়কাল ০-৭ দিন। এ সময় শরীরে ভাইরাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

সংকটকাল

এই সময়টি সবচেয়ে ভয়ের। এ সময় শরীরে ভাইরাসের অস্তিত্ব থাকে না ঠিকই, তবে রোগী সবচেয়ে সংকটপূর্ণ অবস্থা পার করেন এই সময়েই। মাত্র ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা স্থায়ী হয় পর্যায়টি। এ পর্যায়ে রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কাও থাকে।

নিরাময়

সময়কাল ৩-৫ দিন। এ পর্যায়ে রোগীর দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি থাকে না। রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বিশ্বে প্রতি বছর ১০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন।

ডেঙ্গুর ঝুঁকিপূর্ণ উপসর্গ

ডেঙ্গুর প্রধান উপসর্গ হচ্ছে উচ্চমাত্রার জ্বর। জ্বরের মাত্রা ৯৯° ফারেনহাইট থেকে ১০৪° ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে।

এডিস মশার কামড়ের তিন থেকে ১৪ দিনের মাথায় লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। জ্বর, মাথাব্যথার মতো সাধারণ লক্ষণগুলোর বাইরে নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।

- তীব্র পেটে ব্যথা
- অনবরত বমি
- বমি, মল, দাঁতের মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্তপাত
- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত
- ক্লান্তি ও অস্থিরতা
- যকৃতের আকার বৃদ্ধি (দুই সে.মি.-এর বেশি)
- রক্তের হেমাটোক্রিট বেড়ে যাওয়া এবং দ্রুত হারে প্লাটিলেট কমে যাওয়া
- ৪-৬ ঘণ্টা খুবই অল্প পরিমাণে বা একেবারেই প্রস্রাব না হওয়া

ডেঙ্গু রোগীকে কখন হাসপাতালে নেবেন

ডেঙ্গু রোগীকে কখন হাসপাতালে নিতে হবে বা হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে—এ নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তিতে থাকেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আক্রান্ত রোগীর মধ্যে লক্ষ করলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

- ওপরে বর্ণিত ডেঙ্গুর ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণসমূহ দেখা দিলে
- দেহের তাপমাত্রা দ্রুত হারে ওঠানামা করলে
- প্রচণ্ড ক্লান্তি, খাবারে অরুচি বা তীব্র পানিশূন্যতা দেখা দিলে
- অতিমাত্রায় রক্তপাত হতে থাকলে
- রক্তের শ্বেতকণিকা ৫,০০০-এর নিচে এবং রক্তের প্লাটিলেট এক লাখের নিচে নেমে গেলে
- পালস প্রেশার (নাড়ির চাপ) ২০ এমএমএইচজি-র কম হলে

ডেঙ্গুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা

যথাসময়ে ঠিকমতো চিকিৎসা করা না হলে আক্রান্ত রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। এজন্য লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডেঙ্গু হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া দরকার। ডেঙ্গু নির্ণয়ে সাধারণত নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলো করা হয়—

- সিবিসি (কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট)
- ডেঙ্গু এজি এনএস১
- ডেঙ্গু আইজিজি অ্যান্ড আইজিএম

ডা. এ.বি.এম. সফিউল্লাহ কবির
এমবিবিএস, এফআরসিপি (ইউকে)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
সিনিয়র কনসালট্যান্ট
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

রাত হলে জ্বর আসে

জ্বর আসা স্বাভাবিক। তবে রাতে জ্বর আসা মোটেও স্বাভাবিক নয়। রাতে জ্বর আসার কারণে সারাদিন ক্লান্তি, ঝিমুনি, হতাশা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি দেখা দেয়। অনেকসময় ত্বকের সংক্রমণ ও অ্যালার্জিজনিত কারণেও রাতে জ্বর হয়। আবার বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে অ্যান্ডোকার্ডাইটিস, যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে রাতে জ্বর হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। কখনো কখনো অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা এবং ক্লান্তি থেকেও রাতে জ্বর আসতে পারে। তাই নিজেকে সবসময় শান্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করুন। শারীরিক সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ করবেন না। এমনভাবে কাজ করুন যেন কাজটা নিজের কাছে চাপ মনে না হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন।

ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি এড়াবেন কীভাবে

ডা. শাহ হাবিবুর রহমান

বিশ্বে প্রতি বছরই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ম্যালেরিয়ার বিস্তার মূলত আফ্রিকান অঞ্চলে বেশি। তবে বাংলাদেশেও এর প্রকোপ কম নয়। মশাবাহিত সংক্রামক রোগ ম্যালেরিয়া। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে এটি হয়ে থাকে। তীব্র জ্বরের মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। রোগটি খুব ভয়ংকর। যথাযথ চিকিৎসা না হলে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

যেভাবে ছড়ায়

‘প্লাজমোডিয়াম’ গোত্রের একধরনের এককোষী পরজীবীর কারণে রোগটি হয়ে থাকে। এই পরজীবী সাধারণত মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। মশা থেকে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের চক্রটি এমন—

অসংক্রমিত মশা

একটি অসংক্রমিত মশা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে মশাটি নিজে সংক্রমিত হয়।

পরজীবী সংক্রমণ

এ পর্যায়ে সংক্রমিত মশাটি ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। এটি কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে ম্যালেরিয়ার পরজীবী সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে।

যকৃতে আক্রমণ

একবার কোনো ব্যক্তির দেহে প্রবেশের পর এই জীবাণু যকৃতে (লিভার) ঘুরে বেড়ায়। ম্যালেরিয়ার এমন কিছু জীবাণু আছে যেগুলো এক বছরেরও বেশি সময় যকৃতে সুপ্তভাবে অবস্থান করে।

রক্তনালিতে অবস্থান

এরা যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন যকৃত থেকে বেরিয়ে আসে এবং রক্তকোষে আক্রমণ করে। এ সময়ই সাধারণত ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে

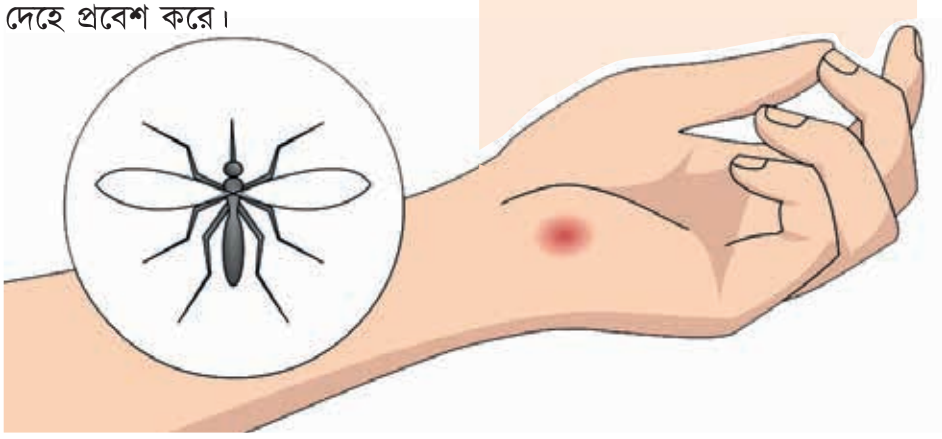

পরবর্তী মানুষের দেহে

চক্রের এই পর্যায়ে অসংক্রমিত মশা সংক্রমিত ব্যক্তিকে কামড়ানোর মাধ্যমে নিজে সংক্রমিত হয়। এরপর অন্যকে কামড়ালে সেও আক্রান্ত হয়।

এছাড়া আরো যেসব উপায়ে ম্যালেরিয়া ছড়াতে পারে—

- গর্ভবতী মায়ের ম্যালেরিয়া হলে গর্ভস্থিত বা সদ্য গর্ভজাত সন্তানও আক্রান্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নেওয়া হলে রক্তগ্রহীতা আক্রান্ত হতে পারেন।
- দূষিত বা ব্যবহৃত সুঁই ব্যবহারের মাধ্যমেও ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়িয়ে থাকে।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গ

- তীব্র জ্বর ও কাঁপুনি
- শারীরিক অস্বস্তি ও ক্লান্তি
- মাথাব্যথা
- বমিভাব ও বমি
- পেশি ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা
- পেটে ব্যথা
- ঘন ঘন নিশ্বাস
- হৃদ্‌গতি বেড়ে যাওয়া
- খাবারে অরুচি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর ২০ কোটির বেশি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়।

যেসব জটিলতা হতে পারে

সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া : রক্তকোষে থাকা ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছোটো ছোটো রক্তনালিগুলোকে বন্ধ করে দেয়। ফলে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ হতে পারে না। এ অবস্থায় মস্তিষ্ক স্ফীত হয়ে অকেজো হয়ে যেতে পারে। একে বলা হয় 'সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া'। এ ক্ষেত্রে রোগীর খিঁচুনি হওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো জটিলতা হয়। এমনকি আক্রান্ত ব্যক্তি কোমায় চলে যেতে পারেন।

শ্বাসকষ্ট : সংক্রমণের ফলে ফুসফুসে তরল জমে যায়। এই পুঞ্জীভূত তরল পদার্থের জন্য তীব্র শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

অর্গান ফেইলিউর : ম্যালেরিয়ার কারণে কিডনি, লিভার, প্লীহা, হার্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অকার্যকর (অর্গান ফেইলিউর) হয়ে যেতে পারে। এর যেকোনো একটি হলে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

রক্তশূন্যতা : ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জন্য রক্তকলায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পরিবহন বাধাগ্রস্ত হয় এবং পর্যাপ্ত লোহিত কণিকা তৈরি হতে পারে না। ফলে রোগী রক্তশূন্যতায় (অ্যানিমিয়া) আক্রান্ত হতে পারেন।

রক্তে চিনির মাত্রা কমে যাওয়া : ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ তীব্র হয়ে গেলে রক্তে চিনির মাত্রা কমে যায়, যাকে বলা হয় হাইপোগ্লাইসেমিয়া। এই মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেলে রোগী কোমায় চলে যেতে পারেন। এমনকি মৃত্যুবরণও করতে পারেন।

প্রতিরোধে করণীয়

প্রতিরোধে কী করা উচিত তা সহজেই বুঝতে পারার কথা। কোনোভাবেই যেন মশা কামড়াতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। যেসব অঞ্চলে মশার উপদ্রব বেশি সে অঞ্চলের লোকজনদের একটু বেশিই সতর্ক থাকতে হবে।

সাধারণত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অ্যানোফিলিস মশার বিস্তার বেশি। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল ম্যালেরিয়াপ্রবণ।

- ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- বাইরে অবস্থানকালে লম্বা জামা-কাপড়ে গা-হাত-পা ঢেকে রাখুন।
- মশা প্রতিরোধক ক্রিম, অ্যারোসল স্প্রে, মশার কয়েল, মশারি ব্যবহার করুন।
- সন্ধ্যার পূর্বে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখুন। প্রয়োজনে জানালায় নেট লাগিয়ে নিতে পারেন।
- বাড়ির আঙিনা পরিচ্ছন রাখুন। কোথাও যেন পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

বিশেষ নির্দেশনা

একটা জিনিস মাথায় রাখবেন। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা নির্ভর করে এর ধরন ও সংক্রমণের তীব্রতার ওপর। যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে রোগী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলে যেতে পারেন। তাই দ্রুত রোগ শনাক্ত করা জরুরি। ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে দেরি করা যাবে না। নিকটস্থ হাসপাতাল, ক্লিনিক বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সঠিক চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

ডা. শাহ হাবিবুর রহমান
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)
ফেলো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ভারত)
সহযোগী অধ্যাপক
মেডিসিন ও রিউম্যাটলজি বিশেষজ্ঞ
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

জ্বরের সময় গোসল

জ্বর সেরে গেলেও অনেকে গোসল করতে চান না। আবার জ্বরে গোসল করা উচিত না এমনও মনে করেন কেউ কেউ। এটি পুরোপুরি ঠিক নয়। শরীর ঝরঝরে রাখতে গোসল দারুণ কাজ করে। অতিরিক্ত শীতবোধ না হলে গোসল করা যেতে পারে। সারা শরীরে পানি ঢেলে গোসল করতে না চাইলে মাথা ধুয়ে শরীর মুছে নিন। জ্বরে গোসল ও শরীর মোছার ক্ষেত্রে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করুন। শিশুদের গোসল না করিয়ে শরীর মুছে দেওয়া ভালো। বড়োরা গোসলের পর মাথা ভালোভাবে মুছে চুল শুকিয়ে নেবেন। চুল ভেজা থাকলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

Bilatis

A Preparation of DMF Grade Bilastine

Bilastine 20 mg Tablet & 60 ml Syrup

FEEL THE SEASONS NOT THE REASONS

Rx

- Rhino-Conjunctivitis
- Hypereosinophilia
- Allergic Rhinitis
- Urticaria

ONCE DAILY DOSE

Lemon Flavored

*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician

Labaid Pharma Quality First...

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level-2), House 23, Gulshan-1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

বাতজ্বরে স্বাস্থ্যঝুঁকি

ডা. নূর মোহাম্মদ

ক্লাস সেভেনে পড়ুয়া নাবিলার বয়স বারো বছর। কালেভদ্রে দুয়েক চামচ আইসক্রিম খেলেও টনসিলের সমস্যা দেখা দেয়। কয়েক সপ্তাহ আগে গলায় সংক্রমণের কারণে ব্যথা হয়েছিল খুব। যেহেতু প্রায়ই টনসিলের ব্যথা হয় তাই সেসময় খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ইদানীং গলাব্যথা নেই, তবে প্রায়ই জ্বর আসছে। শুধু গা গরম করা জ্বর নয়। জ্বরের সঙ্গে আছে সারা শরীর, হাড় ও অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা। বিশেষত হাঁটু, কনুই, কবজি, পায়ের গোড়ালির ব্যথা যেন সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অবস্থার অবনতি দেখে নাবিলার মা-বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। শুরুতে সাধারণ জ্বর মনে করা হলেও লক্ষণগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়, নাবিলা বাতজ্বরে আক্রান্ত। বাতজ্বর বা রিউম্যাটিক ফিভার শরীরের অস্থসন্ধি বা জয়েন্টের একধরনের প্রদাহজনিত রোগ। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর জ্বর ছাড়াও শরীরে তীব্র ব্যথা হতে পারে।

বাতজ্বরের উপসর্গ

বাতজ্বর একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। সাধারণত পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে এটি বেশি হতে দেখা যায়। সবসময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ ধরা নাও পড়তে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটির নির্ণয় ও চিকিৎসা হয় উপসর্গ-নির্ভর।

বাতজ্বরের অন্যতম লক্ষণ হাড় ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা। তবে শুধু হাড় ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হলেই বাতজ্বর তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। উপসর্গ, রোগীর ইতিহাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাতজ্বর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। বাতজ্বরের কিছু মুখ্য ও গৌণ উপসর্গ রয়েছে। রোগীর বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাসজনিত সংক্রমণের ইতিহাস এবং এর সঙ্গে দুটি বা তার বেশি মুখ্য উপসর্গ অথবা একটি মুখ্য উপসর্গের সঙ্গে দুটি বা তার বেশি গৌণ উপসর্গ নিশ্চিতভাবে মিলে গেলে বাতজ্বর নির্ণয় করা যায়।

বাতজ্বরের মুখ্য উপসর্গ

- হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ
- শরীরের কোনো বড়ো অস্থিসন্ধিতে ব্যথা বা ফুলে যাওয়া
- হাত-পা বা শরীরের কোনো অংশে নিয়ন্ত্রণহীন খিঁচুনি
- বুক ও পিঠে লালবর্ণের চাকা
- ত্বকের নিচে ছোটো আকৃতির শক্ত ও ব্যথাযুক্ত দানা
- বাতজ্বরের ইতিহাস থাকা হৃৎপিন্ডের ইলেকট্রিক সিস্টেমের গতি কমে যাওয়া

বাতজ্বর বংশগত রোগ নয়। এটি স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে।

বাতজ্বরের গৌণ উপসর্গ

- জ্বর
- অস্থিসন্ধিতে তীব্র ব্যথা
- রক্তের ইএসআর অথবা সিআরপি বেড়ে যাওয়া
- রক্তের শ্বেতকণিকা বেড়ে যাওয়া

বাতজ্বর নিয়ে বিভ্রান্তি

বাতজ্বর নির্ণয় ও এর চিকিৎসা নিয়ে অনেকের মধ্যেই রয়েছে নানা রকম ভুল ধারণা। স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ফলে রক্তে এএসও টাইটার বেড়ে যায়। অনেকেই মনে করেন, এটি বেড়ে গেলেই বাতজ্বর হয়েছে।

এটি পুরোপুরি সঠিক নয়। এএসও টাইটার একটি সহায়ক পরীক্ষা মাত্র। অন্যান্য মুখ্য কিংবা গৌণ লক্ষণ প্রকাশ না পেলে এর বেড়ে যাওয়াতে কিছু এসে যায় না। বাতজ্বর ছাড়াও স্ট্রেপটোকক্কাস সংক্রমণজনিত স্কারলেট জ্বর, কিডনি রোগ, নিউমোনিয়া, ইরাইসেপালাস ও অন্যান্য কারণে এটি বাড়তে পারে।

আবার অনেকেই মনে করেন, বাতজ্বর হলে মেয়েদের সন্তানধারণে অসুবিধা হতে পারে। বাতজ্বর হলে মেয়েদের বিয়ে বা সন্তানধারণে কোনো অসুবিধা নেই। তবে বাতজ্বরজনিত কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের কপাটিকা বা ভাল্ব ক্ষতিগ্রস্ত হলে আক্রান্ত মায়ের সন্তানধারণ বিপজ্জনক হতে পারে। সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

চিকিৎসা

বাতজ্বরের কারণে হৃৎপিণ্ডের স্থায়ী ক্ষতি, হৃৎপিণ্ডের ভালভের জটিলতাসহ নানা ধরনের হৃদ্‌রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া ভবিষ্যতে হাড়জোড়ার সমস্যাও হতে পারে। তাই পরবর্তী জটিলতা এড়াতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

বাতজ্বরের চিকিৎসা বেশ দীর্ঘমেয়াদি। তবে নিরাময় অযোগ্য নয়। তাই আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনভাবে একে মোকাবিলা করতে হবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যথানাশক ও স্টেরয়েডের প্রয়োজন হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন করা যাবে না। বাতজ্বরে আক্রান্ত রোগীর পর্যাপ্ত বিশ্রাম প্রয়োজন। আক্রান্ত জয়েন্ট নড়াচড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ ভালো না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ

- স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু যেন শিশুদের আক্রমণ না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখুন।
- গলায় সংক্রমণ হলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- শিশুদের সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখুন।
- শিশুদের মধ্যে নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- ঘনবসতিপূর্ণ ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ বর্জন করুন।
- স্বাস্থ্যকর খাবার খান এবং প্রচুর পানি পান করুন।
- বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখুন।

আশার কথা হচ্ছে, বাতজ্বরের প্রভাব দিনদিন কমছে। উন্নত দেশগুলোতে এর প্রবণতা একেবারে কম। তবে অনুন্নত দেশ—বিশেষত আফ্রিকান দেশগুলোতে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। বাতজ্বর একবার ভালো হয়ে গেলে পুনরায় ফিরে আসতে পারে। তাই উপসর্গ ভালো হলেও এর চিকিৎসা বন্ধ করা উচিত নয়। চিকিৎসকের পরামর্শমতো নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে।

ডা. নূর মোহাম্মদ
এমবিবিএস, ডি-কার্ড এমসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন), বিএসএমএমইউ
মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ
কনসালট্যান্ট মেডিসিন ও কার্ডিওলজি
চেম্বার: ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ঢাকা

বাতজ্বর ছোঁয়াচে রোগ নয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের থেকে গর্ভের শিশুর সংক্রমণের আশঙ্কা নেই।

রেমিটেন্ট ফিভার
জ্বরের দ্রুত ওঠানামা

ডা. সুমন্ত কুমার সাহা

শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে সেই মাত্রাকে বলা হয় জ্বর। হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা কম-বেশি সবারই আছে। কোনো কোনো জ্বর দুয়েক দিনেই সেরে যায়। আবার কোনো জ্বর মারাত্মক প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে, বেশ কিছুদিন ভুগতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণত জ্বর হলে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ বা ঘরের টোটকা সেবনের প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। তবে জ্বর নিয়ে অবহেলা করা ঠিক নয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্বরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কন্টিনিউড, রেমিটেন্ট ও ইন্টারমিটেন্ট।

- কন্টিনিউড জ্বর: রোগীর দেহের তাপমাত্রা যখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও স্বাভাবিক মাত্রায় না আসে তখন সেটিকে বলা হয় কন্টিনিউড জ্বর।
- রেমিটেন্ট জ্বর: ২৪ ঘণ্টায় যখন জ্বরের মাত্রা ২°সেলসিয়াস বা ৩° ফারেনহাইটের তারতম্য হয় সেটি রেমিটেন্ট জ্বর।
- ইন্টারমিটেন্ট জ্বর: জ্বর যখন সারাদিনে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী আসা-যাওয়া করতে থাকে সেটি ইন্টারমিটেন্ট জ্বর।

রেমিটেন্ট জ্বর ও এর লক্ষণ

রেমিটেন্ট জ্বরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত থাকলেও জ্বর পুরোপুরি ছেড়ে যায় না। দেহের তাপমাত্রা সহজে স্বাভাবিক হয় না। প্রায় সারা দিনই জ্বর থাকে। সাধারণত ইনফেকটিভ অ্যানডোকার্ডাইটিস (Infective Endocarditis) বা হৃদ্‌যন্ত্রের একধরনের অভ্যন্তরীণ জটিলতার কারণে রেমিটেন্ট জ্বর দেখা দেয়। এক্ষেত্রে যেসব লক্ষণ দেখা দিতে পারে—

- তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ওঠানামা করে।
- তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না।
- মাথা ও মাংসপেশির ব্যথা থাকতে পারে।
- কাঁপুনি ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।
- মানসিক অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য হতে পারে।

জ্বরের কারণ

- ভাইরাল ইনফেকশন
- ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন
- ফাংগাল ইনফেকশন
- খাদ্যে বিষক্রিয়া
- অতিরিক্ত তাপ
- প্রদাহজনিত সমস্যা
- টিউমার
- রক্ত জমাট বাঁধা
- বিভিন্ন ক্রনিক রোগ

হৃদ্‌যন্ত্রের ভেতরে একধরনের জটিলতার কারণে রেমিটেন্ট জ্বর দেখা দেয়।

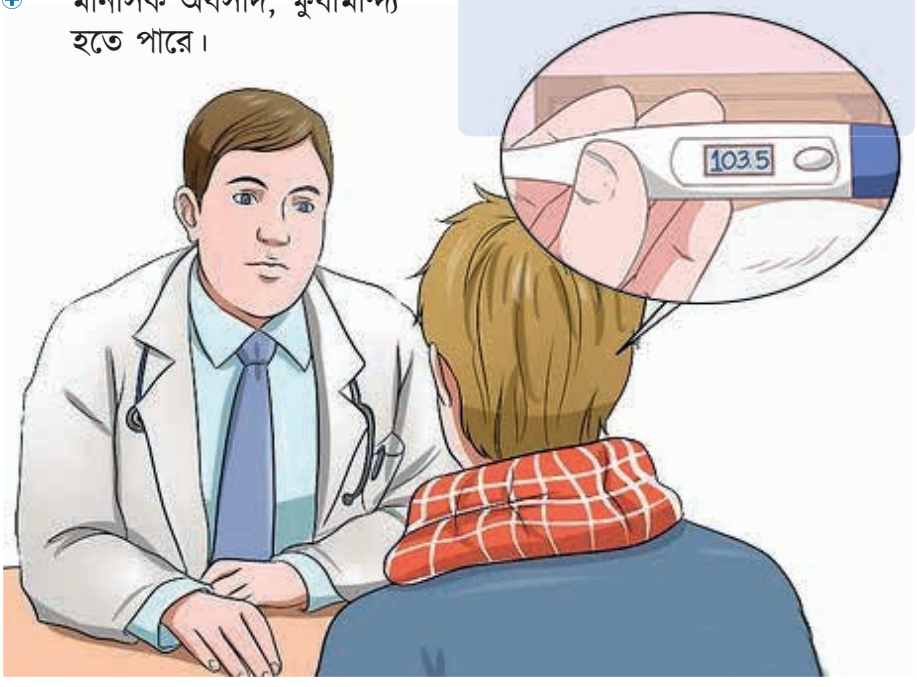

মারাত্মক উপসর্গ

কখনো কখনো সাধারণ মনে হলেও জ্বরের পেছনে জটিল কোনো রোগ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই জ্বর নিয়ে অবহেলা না করে উপসর্গ প্রকাশ পাওয়া মাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। জ্বরের কিছু মারাত্মক উপসর্গ—

- তীব্র মাথাব্যথা ও মাথা ঘোরা
- আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা
- ত্বকে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি
- প্রস্রাব পুরোপুরি না হওয়া
- খিঁচুনি, পানিশূন্যতা ও শ্বাসকষ্ট

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

যেকোনো রোগের চিকিৎসা শুরুর আগে এর কারণ নির্ণয় জরুরি। জ্বরের কারণ নির্ণয়ে যেসব পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে—

- কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট বা সিবিসি (CBC)
- ইউরিয়া ও ইলেক্ট্রোলাইটস (Urea and Electrolytes)
- লিভার ফাংশন পরীক্ষা (liver Function Tests-LFTs)
- এক্স-রে ও ইসিজি
- রক্ত কালচার
- ইউরিন কালচার

চিকিৎসা ও সচেতনতা

জ্বর হলে শুরুতে প্রয়োজন বুঝে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা যাবে না। এছাড়া এ সময় যেসব বিষয় মেনে চলা প্রয়োজন—

- তাপমাত্রা ১০১° ফারেনহাইটের বেশি হলে কমানোর ব্যবস্থা নিন।
- তাপমাত্রা কমাতে শরীর বারবার মুছে দিতে পারেন।
- রোগীকে আলো-বাতাসপূর্ণ, উষ্ণ ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।
- পুষ্টিকর ও ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার খেতে দিন।
- রোগীকে মৌসুমি ফল, পানি ও তরল খাবার খাওয়ান।
- পানিশূন্যতা দূর করতে ফলের রস, স্যালাইন, ডাবের পানি দিতে পারেন।
- বেশি ঠান্ডা পানিতে গোসল করবেন না।
- চা-কফি, অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন।
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে নিয়মিত হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির সময় নাকে-মুখে রুমাল ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত রোদ ও গরমে বাইরে ঘোরাফেরা এড়িয়ে চলুন। তিন দিনের মধ্যে জ্বরের মাত্রা না কমলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ডা. সুমন্ত কুমার সাহা
এমবিবিএস, এমডি (কার্ডিওলজি),
এমআরসিপি(ইউকে)
এমআরসিপিএস (গ্লাসগো), এমআরসিপিই(এডিন)
এমআরসিপি(লন্ডন)
মেডিসিন, হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত রোগ বিশেষজ্ঞ
কনসালট্যান্ট, ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

জ্বর মাপার নিয়ম

জ্বর মাপার জন্য আমরা সাধারণত ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ব্যবহার করে থাকি। ব্যবহারের আগে যন্ত্রটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। পারদের লেভেল ৯৭ ডিগ্রির ওপরে থাকলে ঝাঁকিয়ে নিচে নামিয়ে আনুন। এরপর থার্মোমিটারের সরু অংশ বগলে বা জিহ্বার নিচে দুই থেকে তিন মিনিট চেপে ধরে রাখুন। লক্ষ করুন, পারদের লেভেল বেড়ে কত ডিগ্রিতে পৌঁছাচ্ছে। যত ডিগ্রি দেখাবে সেটিই শরীরে জ্বরের মাত্রা।

জ্বর কমাতে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য কোনো ওষুধ সেবন করা যাবে না।

10606

LABAID

বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবার নিশ্চয়তায়

ল্যাবএইডে রয়েছে-

২৪ ঘন্টা
জরুরি চিকিৎসা

সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন

- ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ)
- করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ)
- হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ)

▶ আইসিইউ বেড: ১৪ টি ▶ সিসিইউ-1: ১৬ টি ▶ সিসিইউ-2: ১৩ টি ▶ এইচডিইউ বেড: ০৬ টি

প্রদত্ত সেবা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ২৪ ঘণ্টা কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেম
- ২৪ ঘণ্টা আইসিইউ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতি
- প্রতিটি রোগীর জন্য আলাদা প্রশিক্ষিত নার্স
- প্রতিটি রোগীর জন্য হাইটেক ভাইটাল সাইন মনিটর
- ইনভ্যাসিভ এবং নন-ইনভ্যাসিভ হেমোডাইনামিক মনিটরিং সিস্টেম
- রোগীর মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা নিরীক্ষণের জন্য বাই-স্পেক্ট্রাল ইনডেক্স মনিটরিং
- মনিটরিং সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন অত্যাধুনিক ভেন্টিলেটর
- তাৎক্ষণিক ইলেক্ট্রোলাইট মূল্যায়নের ব্যবস্থা
- বহনযোগ্য এক্স-রে মেশিন
- বেড-সাইড ইকোকার্ডিওগ্রাম ও আল্ট্রাসনোগ্রাম

সুখে অসুখে
ল্যাবএইড

শিশুর জ্বরের সময় যত্ন-আত্তি

ডা. আজমেরী সুলতানা চৌধুরী

শিশুর অসুস্থতা মা-বাবার জন্যেও সমান কষ্টের। পরিবারের ছোটো শিশুটির জ্বর সবাইকে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ঋতু পরিবর্তনের সময় শিশুদের ঘন ঘন সর্দি-জ্বর হয়। অনেকের ভাইরাল জ্বর হয়। জ্বর কোনো অস্বাভাবিক ও জটিল অসুখ নয়। তাই শিশুর জ্বরে ঘাবড়ে না গিয়ে জ্বর কমানোর চেষ্টা করতে হবে। ভাইরাসজনিত জ্বর হলে তিন থেকে সাত দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। এ সময় অভিভাবকদের হতে হবে সচেতন, নিতে হবে শিশুর বাড়তি যত্ন।

শিশুর জ্বরের কারণ

ডেঙ্গু, টাইফয়েড, ইউরিন ইনফেকশন, ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেসপিটরি সিনসাইটাল, করোনা ও রাইনোভাইরাসসহ বিভিন্ন ভাইরাসের কারণে শিশু জ্বরে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়াও যেসব কারণে শিশুর জ্বর হতে পারে—

- টনসিলে সংক্রমণ
- নিউমোনিয়া
- রক্ত আমাশয়
- কানে সংক্রমণ
- ম্যালেরিয়া
- মেনিনজাইটিস

উপসর্গ

সাধারণত ভাইরাস জ্বরে শিশুদের সর্দিকাশির সঙ্গে মাথা-গলা ও শরীরে ব্যথা হয়। কখনো কখনো বমি ও পাতলা পায়খানা হতে পারে। ডেঙ্গুজ্বর হলে শরীরের তাপমাত্রা কখনো ১০১° থেকে ১০৫° ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে। জ্বরের সঙ্গে মেরুদণ্ডে ব্যথা, মাথার পেছনে ও চোখের কোটরে তীব্র ব্যথা দেখা দেয়।

অনেকসময় ভ্যাকসিন দেওয়ার কারণে শিশুর জ্বর হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুকে বিশ্রাম দিন।

এ সময় চারদিন পর জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার ফেরত আসতে পারে। যেকোনো মৌসুমি বা ভাইরাল জ্বর বড়োদের তুলনায় শিশুদের সহজে কাবু করে ফেলে। তাই শিশুর জ্বর হলে যেসব উপসর্গ গুরুত্ব সহকারে খেয়াল করবেন—

- শরীরে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি উঠছে কি না।
- শিশুর প্রস্রাব ঠিকমত হচ্ছে কি না। প্রস্রাবের রং ও পরিমাণ কেমন।
- ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে কি না।
- শিশুর কান দিয়ে কোনো তরল বের হচ্ছে কি না।
- দাঁতের গোড়া বা নাক দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে কি না।
- শিশু বমি করছে কি না।
- শিশুর মল ও মলের সঙ্গে রক্তপাত হচ্ছে কি না।
- শিশু নির্জীব হয়ে পড়েছে কি না।

যখন শিশুকে হাসপাতালে নেবেন

শিশুর জ্বর হলে সবচেয়ে জরুরি বিষয়—গুরুতর কোনো অসুস্থতার লক্ষণ আছে কি না তা নিরীক্ষা করা।

শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বর ছেড়ে দেওয়ার পর ৪৮ থেকে ৯৬ ঘণ্টা ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড বা খারাপ সময়।

শিশু যদি পর্যাপ্ত তরল খাবার ও পানি পান করে এবং ওষুধ খাওয়ার পর খেলা করে তাহলে সেটি ভালো লক্ষণ। শিশুর খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি বজায় রাখা ও যত্নের মাধ্যমে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যেই সুস্থ করে তোলা যায়।

সাধারণ সর্দি-জ্বর শিশুদের তেমন কোনো ঝুঁকির মধ্যে ফেলে না। অনেকসময় শিশু ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হয়। আবার জ্বর পুরোপুরি ছাড়ার পরের ৪৮ থেকে ৯৬ ঘণ্টা শিশুর জন্য অত্যন্ত নাজুক সময়। এ সময়ে চুলকানি হতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো নিউমোনিয়া মারাত্মক জটিলতা তৈরি করতে পারে। শিশুর যদি তীব্র কাশি হতে থাকে এবং কাশির সঙ্গে বুক দেবে যায়, শ্বাসের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় সেটি ভালো লক্ষণ নয়।

যেমন—দুই মাসের কম বয়সী শিশুর শ্বাসের গতি মিনিটে ৬০ বা তার বেশি; দুই মাস থেকে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের ৫০ বা তার বেশি এবং এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ৪০ অথবা তার বেশি হলে দেরি না করে দ্রুত শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

এছাড়াও যেসব উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত শিশুকে হাসপাতালে নিতে হবে—

- শিশুর জ্বর তিন দিনের বেশি স্থায়ী হলে এবং তীব্রতা বাড়তে থাকলে।
- শিশু খাওয়া বন্ধ করে দিলে ও নিস্তেজ হয়ে পড়লে।
- নিঃশ্বাসের সঙ্গে শিশুর পাঁজর দেবে গেলে।
- হঠাৎ খিঁচুনি শুরু হলে।

জ্বরে শিশুর যত্নে যা করবেন

বেশিরভাগ ভাইরাস জ্বর তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে সেরে যায়। জ্বরের সঙ্গে অন্য কোনো সমস্যা না থাকলে দুশ্চিন্তা এড়িয়ে শিশুর সঠিক যত্ন নিন। কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে শিশুর পুরো শরীর মুছে দিন। শরীরের তাপমাত্রা ১০০° ফারেনহাইটের বেশি হলে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ দিতে পারেন।

লক্ষ রাখতে হবে, শিশু মুখে খেতে পারছে কি না? খেলেই বমি হচ্ছে কি না? পর্যাপ্ত প্রস্রাব করছে কি না? শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়ছে কি না। এর কোনোটির ব্যত্যয় হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

শিশুর খাবারে আমিষ, ভিটামিন-সি বেশি রাখুন। স্যালাইন, ফলের রস ও বিভিন্ন তরল খাওয়ার খাওয়ান। এতে পানিশূন্যতা হবে না। জ্বর কমাতে সাপোজিটরও দেওয়া যেতে পারে। তবে ব্যথানাশক কোনো ওষুধ দেওয়া যাবে না। জ্বরের দুই-একদিনের মধ্যেই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়ে নিন।

ডা. আজমেরী সুলতানা চৌধুরী
এমবিবিএস, এফসিপিএস (শিশুরোগ)
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
জুনিয়র কনসালট্যান্ট, ডিপার্টমেন্ট
অব পেডিয়াট্রিক্স অ্যান্ড নিউনেটোলজি
ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

জ্বর হলেই কি প্যারাসিটামল খাওয়া ঠিক?

আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬° ফারেনহাইট। যদি ১০১° ফারেনহাইটের বেশি তাপমাত্রা থাকে এবং জ্বরের সঙ্গে সাধারণ সর্দিকাশি ছাড়া কোনো বড়ো ধরনের উপসর্গ না থাকে সেক্ষেত্রে প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। লিভার বা কিডনির জটিলতা না থাকলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ৫০০ মিলিগ্রামের দুটি প্যারাসিটামল ছয় থেকে আট ঘণ্টা পরপর সেবন করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় প্যারাসিটামল সেবন করা উচিত নয়। এতে হজমের জটিলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, কিডনি ও লিভারের ক্ষতি হতে পারে।

ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডে শরীরে লাল র‍্যাশ উঠতে পারে, চুলকানি হতে পারে, যা অবশ্য তিন দিনের বেশি থাকে না।

উচ্চতর মাত্রার জ্বর হাইপার-পাইরেক্সিয়া

ডা. কামরুল হাসান লোহানী

হাইপার-পাইরেক্সিয়া শব্দটি আমাদের কাছে খুব একটা পরিচিত নয়। জ্বরের সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থা এটি। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ কিংবা ট্রমার কারণে এই জ্বর হয়।

হাইপার-পাইরেক্সিয়া কী

মানুষের শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা ৯৭° ফারেনহাইট থেকে ৯৯° ফারেনহাইট। ১০০° ফারেনহাইটের ওপরে গেলে তা জ্বর। হাইপার-পাইরেক্সিয়া হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন শরীরের তাপমাত্রা ১০৬.৭° ফারেনহাইটের ওপরে উঠে যায়। এটি নিজে কোনো রোগ নয়। অন্য কোনো জটিল শারীরিক সমস্যার উপসর্গ হিসেবে এমন হয়ে থাকে।

হাইপার-পাইরেক্সিয়া ও হাইপারথারমিয়া

হাইপার-পারেক্সিয়া হাইপারথারমিয়া থেকে আলাদা। যদিও দুটোই দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। হাইপার-পাইরেক্সিয়ার ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালামাস (মস্তিষ্কের কেন্দ্রে অবস্থিত) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। হাইপোথ্যালামাসের সেট পয়েন্ট অতিক্রম করে যাওয়ায় তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অন্যদিকে, হাইপারথারমিয়ার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক তাপ নিয়ন্ত্রণ করে না।

যথাযথ চিকিৎসা পেতে দেরি হলে হাইপার-পাইরেক্সিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।

হাইপার-পাইরেক্সিয়া তথা উচ্চমাত্রার জ্বরে দেহের তাপমাত্রা ১০৬ ডিগ্রির ওপরে উঠে যায়।

হাইপার-পাইরেক্সিয়ার কারণ

ম্যালেরিয়া, হাম-রুবেলা, এন্টারোভাইরাসের মতো বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ কিংবা বিশেষ কোনো ট্রমার কারণে এটি হয়ে থাকে। এছাড়া নিম্নোক্ত কারণেও হতে পারে—

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ : কোনো দুর্ঘটনা, ট্রমা বা স্ট্রোকের ফলে মস্তিষ্কে তাৎক্ষণিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। এই রক্তক্ষরণ হাইপোথ্যালামাসকে প্রভাবিত করে। তখন শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

সেপসিস : রক্তদূষণের রোগ সেপসিস। রক্তের বিষ হিসেবেও পরিচিত। দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা অতিরিক্ত সক্রিয় হলে এটি হয়। তখন সংক্রমণ প্রতিরোধ করার পরিবর্তে দেহের অন্যান্য অংশে আক্রমণ করতে শুরু করে। এতে অঙ্গবিকল বা অঙ্গহানি ঘটতে পারে। এমনকি রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। সেপসিসে আক্রান্ত হলে হাইপার-পাইরেক্সিয়া হতে পারে।

অ্যানেসথেসিয়া : মাংসপেশির রোগ থাকলে সাধারণ অ্যানেসথেসিয়ার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হাইপার-পাইরেক্সিয়া হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অ্যানেসথেসিয়ার সময় হঠাৎ করে রোগীর দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তখন চিকিৎসককে তাপমাত্রা কমিয়ে সমন্বয় করে নিতে হয়।

কাওয়াসাকি ডিজিজ : রোগটি আমাদের দেশে তেমন পরিচিত নয়। তবে ইদানীং এ রোগের প্রকোপ বাড়ছে। এটি মূলত শিশুদের হার্টের রোগ। এ রোগে হাইপার-পাইরেক্সিয়া হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

হাইপার-পাইরেক্সিয়ার লক্ষণসমূহ

হাইপার-পাইরেক্সিয়ার লক্ষণ সবার ক্ষেত্রে এক রকম নয়। ব্যক্তিভেদে এতে পার্থক্য আছে। আবার রোগী কতদিন ধরে এতে ভুগছেন এবং রোগের তীব্রতা কতটুকু তার ওপর নির্ভর করেও লক্ষণে পরিবর্তন হতে পারে। প্রাথমিক লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে—

- ঘন ঘন পিপাসা পাওয়া
- অতিরক্ত ঘাম হওয়া
- মাথাঘোরা ও ঝিম ধরা
- ক্লান্তি
- বমিভাব
- মাংসপেশিতে খিঁচুনি

হাইপার-পাইরেক্সিয়া অনেকদিন স্থায়ী হলে বা পরিস্থিতির অবনতি হলে নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখা দিতে পারে—

- মাথাব্যথা
- চোখের তারা সংকুচিত হয়ে আসা
- হালকা মানসিক বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া যেমন—হুটহাট ভুলে যাওয়া, এলোমেলো কথাবার্তা
- ত্বকের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া এবং ত্বক আর্দ্র ও ঠান্ডা হয়ে যাওয়া
- বমি হওয়া
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা প্রস্রাবের সময় ব্যথা হওয়া
- ডায়রিয়া

আর হাইপার-পাইরেক্সিয়া দীর্ঘমেয়াদি হয়ে গেলে নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়—

- মানসিক সমস্যা জটিল পর্যায়ে চলে যেতে পারে।
- রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

দীর্ঘমেয়াদি হাইপার-পাইরেক্সিয়ার রোগী হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

- শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায় এবং অগভীর শ্বাস হয়।
- ত্বকের রং লাল হয়ে যায় এবং ত্বক শুষ্ক ও গরম হয়ে যায়।
- হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়।
- চোখের তারা স্ফীত হয়ে যায়।
- ঘন ঘন খিঁচুনি হতে পারে।

হাইপার-পাইরেক্সিয়ায় করণীয়

হাইপার-পাইরেক্সিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে। যথাযথ চিকিৎসা পেতে দেরি হলে রোগীর মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়। হাসপাতালে আনার আগ পর্যন্ত নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীর পরিচর্যা করুন—

- শরীরে আঁটসাঁট জামা থাকলে তা খুলে ফেলুন।
- ঠান্ডা পানি দিয়ে রোগীকে গোসল করিয়ে দিন।
- ঠান্ডা পানিতে কাপড় ভিজিয়ে গা মুছে দিন।
- বেশি বেশি তরলজাতীয় খাবার খাওয়ান।

ডা. কামরুল হাসান লোহানী
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমডি (ইন্টারনাল মেডিসিন), এফএসিপি (আমেরিকা)
স্লিপ মেডিসিনে উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (মোনাশ, অস্ট্রেলিয়া)
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), চট্টগ্রাম

হাইপার-পাইরেক্সিয়ার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

Cephoral

Cefixime USP

200 mg
400 mg
Capsule

75 ml
50 ml DS
50 ml
37.5 ml
21 ml PD
PFS

A Preparation of DMF Grade Cefixime

An outstanding breakthrough with quality ingredients

- Ideal choice for switch therapy
- Most palatable suspension preparation
- Truly once or twice daily dose.
- Pregnancy Category B

Labaid Pharma *Quality First...*

Scan here to find our page instantly :
"Like" us on facebook
fb.com/labaidpharmaceuticals

LABAID
PHARMACEUTICALS LIMITED
Bay Tower (Level-2), House 23, Gulshan-1, Dhaka-1212
Phone : 88 02 222299910, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

*To be dispensed only by or on the prescription of a registered physician

জ্বরের সময় খাওয়া-দাওয়া

ডা. সিদ্ধার্থ দেব মজুমদার

জ্বর হলে মুখের রুচি চলে যায়। কিছুই খেতে ভালো লাগে না। অথচ এ সময় ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করা জরুরি। এ সময় শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াসহ আরো কিছু শারীরিক অসংগতি দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরে বাড়তি শক্তির দরকার হয়। এই বাড়তি শক্তির চাহিদা মেটাতে যেসব খাবার উপযোগী ও উপকারী সেগুলো খেতে হবে। আবার কিছু খাবার আছে যা এ সময় মোটেই খাওয়া উচিত নয়। লক্ষ রাখতে হবে সেদিকেও।

জ্বর হলে যা খাবেন

জ্বরের সময় নরম, তরল, পুষ্টিকর ও সহজে হজম হয় এমন খাবার খেতে হবে। পাশাপাশি মুখে রুচি ফিরিয়ে আনে এমন খাবার জ্বরকালীন খাদ্যতালিকায় রাখুন। যেমন—

স্যুপ : জ্বর হলে স্যুপ খেতে পারেন। এটি শরীরের জন্য খুবই ভালো। সবজির স্যুপ বা চিকেন স্যুপ খাওয়া যেতে পারে। বিশেষত প্রোটিন ও ক্যালরির চাহিদা পূরণে চিকেন স্যুপ এ সময় দারুণ কাজে দেয়। আর সবজির স্যুপ ও চিকেন স্যুপ একসঙ্গে খেতে পারলে আরো ভালো। এতে প্রচুর পরিমাণে মিনারেল, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায়।

ফলের রস : আপেল, কমলা, আনারস, মাল্টা, জাম্বুরা প্রভৃতি ভিটামিন সি-যুক্ত ফলের রস জ্বর নিরাময়ে বেশ কার্যকর।

টক দই : হজমের জন্য টক দই খুব উপকারী। প্রো-বায়োটিকসের উৎকৃষ্ট উৎস এটি। তাই জ্বর হলে টক দই, টক দইয়ের মাঠা বা লাচ্ছি খাবেন। এতে খাবারের রুচি বাড়বে।

ডিম : এ সময় দেহের প্রোটিনের চাহিদা পূরণে ডিম খাওয়া দরকার। ডিম ভাজা বা ডিম সেদ্ধ—যেভাবেই হোক না কেন ডিম খেতে পারলে ভালো উপকার পাওয়া যাবে। এমনকি ডিমের পুডিং বানিয়েও খাওয়া যেতে পারে।

খিচুড়ি : জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে খিচুড়ি খাওয়াতে পারেন। তবে অবশ্যই পাতলা খিচুড়ি। মুরগির মাংস বা বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে নরম করে খিচুড়ি রেঁধে রোগীকে খেতে দিন।

জাউ ভাত : এটি বেশ সহজপাচ্য এবং শরীরের জন্য উপকারী। সঙ্গে পেপে ও মুরগির মাংস দিয়ে পাতলা ঝোল করে দিলে ভালো হয়।

প্রতি ডিগ্রি অতিরিক্ত তাপমাত্রার জন্য বিপাকক্রিয়া ৭ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডাবের পানি : জ্বর হলে আরো নানা রকম অসুবিধা হয়। জ্বরের সঙ্গে বমি বা পাতলা পায়খানার মতো সমস্যা হলে শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি হয় এবং ইলেক্ট্রোলাইটের অসমতা দেখা দেয়। এসব পূরণে ডাবের পানি খুব কার্যকর ভূমিকা রাখে।

চা : জ্বর-সর্দি-ঠান্ডা—এ জাতীয় যেকোনো সমস্যায় চা খুব উপকারী। তবে এ সময় কোনোমতেই দুধ চা খাবেন না। আদা-লেবুর চা খাবেন। চায়ের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। পুদিনাপাতা, তুলসীপাতা দিয়েও খেতে পারেন। লং, দারচিনি প্রভৃতি দিয়ে মসলা চা খেলেও দারুণ উপকার পাবেন।

জ্বর হলে যা খাবেন না

জ্বরের সময় কোন ধরনের খাবার খাবেন সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই কোন খাবারগুলো এ সময় খাওয়া একদমই ঠিক নয় সেটিও মাথায় রাখা জরুরি। কিছু খাবার আছে যা শারীরিক অসুস্থতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই জ্বর হলে নিম্নোক্ত খাবারগুলো এড়িয়ে চলুন—

শুকনো ও শক্ত খাবার : বিস্কিট, ড্রাই কেক প্রভৃতি শুকনো খাবার খাবেন না। হজমে সমস্যা হয় এমন শক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

দুধ চা, কফি ও পানীয় : জ্বর হলে কোনোভাবেই দুধ চা ও কফি পান করবেন না। বিভিন্ন কোমল পানীয় এড়িয়ে চলবেন।

ভাজাপোড়া : সিঙ্গাড়া, সমুচা, পুরি, বার্গার, পিজ্জা প্রভৃতি ভাজা ও মসলাদার খাবার থেকে বিরত থাকবেন।

বাইরের খাবার : বাইরের খাবার একদম এড়িয়ে চলুন। ফুচকা, ঝালমুড়ি, রাস্তার পাশের আঁখের রস, বিভিন্ন শরবত, কাগজে মোড়ানো নানা অস্বাস্থ্যকর ভর্তা—এসব খাবার খাবেন না।

চর্বিযুক্ত খাবার : লাল মাংস, ঘি, আইসক্রিম, চকোলেট—প্রভৃতি চর্বিযুক্ত খাবার এ সময় পরিহার করুন।

ডা. সিদ্ধার্থ দেব মজুমদার
ব্যবস্থাপক, মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স
ল্যাবএইড হাসপাতাল

জ্বরের সময় প্রতিদিন ৮ থেকে ১২ গ্লাস পানি পান করা দরকার।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
017 6666 1460

LABAID Diagnostics
...Home of Trust

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে

ল্যাবএইড এখন ফেনীতে

ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিকস

ডায়াগনস্টিক সেবাসমূহ:

- প্যাথলজি
- ডিজিটাল এক্স-রে
- সিটি-স্ক্যান (Upcoming)
- এমআরআই (Upcoming)
- 4D আলট্রাসনোগ্রাম
- ইসিজি
- ইকো-কার্ডিওগ্রাম
- কালার ডপলার
- ইটিটি
- ওপিজি
- ভিডিও এন্ডোসকপি
- ভিডিও কলোনসকপি
- ভিডিও ব্রনক্সকপি
- ভিডিও Laryngoscopy
- Pap's Smear
- সকল প্রকার হরমোন টেস্ট
- Torch প্যানেল
- হিস্টো ও সাইটোপ্যাথলজি
- বায়োকেমিস্ট্রি
- ইমিউনোলজি
- সেরোলজি
- হেমাটোলজি

কনসালটেশন সেবাসমূহ:

- মেডিসিন
- হৃদরোগ
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি
- অ্যাজমা
- নিউরো মেডিসিন
- নাক, কান ও গলা রোগ
- নবজাতক ও শিশু রোগ
- বাত, ব্যথা ও প্যারালাইসিস
- ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ
- গাইনি এন্ড অবস্
- লিভার রোগ
- কিডনি রোগ
- অর্থোপেডিক
- মেডিসিন ও বক্ষব্যাধি
- চর্ম ও যৌন রোগ
- ক্যান্সার
- ইউরোলজি
- জেনারেল সার্জারি

ডায়াগনস্টিকস > কনসালটেশন > মেডিকেল চেক-আপ > কর্পোরেট চেক-আপ > ডায়াবেটিক চেক-আপ
ল্যাবএইড হাসপাতাল তথ্য কেন্দ্র

বাড়ি ৬০, কাজী ভবন, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার রোড, ফেনী
ফোন: ০১৭ ৬৬৬৬ ২৩০১

সুখে আসুখে
ল্যাবএইড

10606

LABAID

LABAID CANCER HOSPITAL AND SUPER SPECIALITY CENTER

The First Internationally Accredited Fully Integrated Comprehensive Cancer Treatment Facility in Bangladesh

[10% Bed and Radiotherapy facilities in the hospital will be reserved for poor patients]

LABAID CANCER HOSPITAL AND SUPER SPECIALITY CENTER
Winning Cancer

Facilities:

- 150 bedded IPD with HDU and ICU
- Chemotherapy and Day Care
- Surgical Oncology (8 Modular OT)
- Oncopathology
- Robotic Surgery
- PET-CT
- 3T MRI
- Digital Mammography
- Brachytherapy
- Linear Accelerator
- Latest Truebeam LINAC
- Patient Centric
- Personalised Medicine
- Genome Study
- Targeted Therapy
- Best Doctors
- International Affiliation

Tumour Board:

- Primary Physician
- Clinical Oncologist
- Medical Oncologist
- Radiation Oncologist
- Surgeon
- Histopathologist
- Interventional Radiologist
- Internist
- Psychiatric Counselor
- Nutritionist

For Details : 017 6666 2222
26 Green Road, Dhanmondi, Dhaka, Web : www.labaidcancer.com